রাঁচি, বুধবার

10:05:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

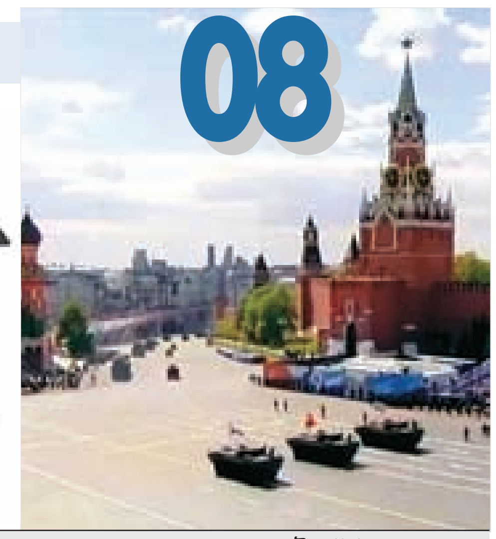

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>207 >>26 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২০৭ >> << ২৬শে, বৈশাখ ১৪৩০>>

সৌদি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম

ঢাকা ঃ সংকটকবলিত সুদান থেকে ১৩৬ বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে আনতে প্রাথমিকভাবে সহায়তা করায়, সৌদি আরব সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশেরপররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ৮ মে রাতে বলেন, সুদান থেকে বাকিদের সরিয়ে আনতে বাড়তি সময় লাগছে। আমরা বিকল্প হিসেবে জেদ্দা বা কাছাকাছি কোথাও থেকে জাহাজ ভাড়া করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছি। যাতে সবাইকে একবারে না হলেও, দুই বা তিনবারে (অথবা একাধিক জাহাজে) জেদ্দায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়। তিনি বলেন, আমরা জানি অনেকেরই হয়তো বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু আমরা আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি এবং পোর্ট সুদানে যেন খাদ্য এবং বাসস্থানের সমস্যা না হয় সেদিকে নজর রাখছি। আশাকরি আমরা দ্রুত আপনাদের কষ্ট লাঘব করতে পারবো। সবাইকে সহায়তা করার অনুরোধ করছি। সোমবার সৌদি আরবের জেদ্দা হয়ে ঢাকায় এসেছেন ১৩৬ বাংলাদেশি।

বাজার দর

SENSEX : 61761.33 -2.92
NIFTY : 18265.95 +1.55

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
39.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .20 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .10 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

মানবিক ত্রাণ নিয়ে আলোচনা করলেন সুদানে যুদ্ধরত দু'পক্ষের দূতরা

সুদান ঃ সুদানের যুদ্ধরত দুই পক্ষের দূতরা দেশটিতে মানবিক করিডর খোলার ব্যবস্থা করতে সৌদি আরবে রয়েছেন।পক্ষগুলো জোর দিয়ে বলেছে, তারা উত্তর আফ্রিকার দেশটিতে মানবিক বিপর্যয়ের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি আনতে মুখোমুখি বসেছেন। কোনো যুদ্ধবিরতির জন্য তারা আলোচনায় বসেননি। মুল আলোচনার আগে, শনিবার শুরু হয় পূর্বালোচনা। সৌদি আরব ইতোমধ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তারা সুদানকে ১০ কোটি ডলার মূল্যের মানবিক সহায়তা দেবে। এপ্রিলের মাঝামাঝি সুদানে লড়াই শুরু হয়। দেশটির সামরিক বাহিনী এবং একটি আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে লড়াই শুরুর মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই, কয়েক হাজার সুদানি তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। অনেক বাস্তুচ্যুত সুদানি নাগরিক সীমান্ত সংলগ্ন দেশগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছে। জেনারেল আবদেলফাত্তাহ বুরহানের নেতৃত্বে সুদানের সামরিক বাহিনী এবং জেনারেল মোহাম্মদ হামদান দাগালোর নেতৃত্বে আধাসামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস যুদ্ধরত এই দুই পক্ষের মধ্যে ১৫ এপ্রিল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে, তারা কোনো বৈঠকে বসেনি। বেশ কয়েকটি দুর্বল যুদ্ধবিরতি চুক্তি সংঘাতের অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হয়। এমনকি যুদ্ধবিরতি চুক্তিগুলো সহিংসতা হ্রাস করতেও ব্যর্থ হয়েছে। সম্প্রতি জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থা বলেছে, লড়াইয়ের কারণে কমপক্ষে ৩ লাখ ৩৪ হাজার মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত হয়েছে।এর বাইরে, এক লাখ মানুষ দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা সতর্ক করে বলেছে, লড়াইয়ের কারণে ৮ লাখের বেশি মানুষ সুদান ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে। নিরাপত্তার অভাবে বেশিরভাগ ত্রান কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে বা ব্যাপকভাবে তৎপরতা হ্রাস করা হয়েছে। সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন ত্রাণকর্মী নিহত হয়েছেন।

বাংলাদেশে কেমন করে গরু পাচার করত অনুব্রত, এমানুলরা?

নয়াদিল্লিঃ গরুপাচারকাণ্ডে আদালতে বিস্তারিত চার্জশিট দিয়েছে ইডি। সেখানেই বলা হয়েছে এই কাহিনি। বাংলাদেশে কীভাবে হাজার হাজার গরু পাচার করা হতো? বিস্তারিত তদন্ত করার পর সেই রিপোর্ট চার্জশিটে তুলে ধরেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। সেই চার্জশিট ডিডাব্লিউর কাছে আছে। সেখানেই বলা হয়েছে, গরুপাচারকাণ্ডে নাটের গুরু ছিলেন এমানুল হক, অনুব্রত মণ্ডল, সেহগল হোসেনরা। পুলিশ কনস্টেবল সেহগল ছিলেন অনুব্রতের দেহরক্ষী। ক্রমশ তিনিই হয়ে ওঠেন অনুব্রতের ডান হাত। ইডি জানিয়েছে, গরুপাচারের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা ছিল এনামুল হকের। সে ও তার সহযোগী জাহাঙ্গির আলম ওরফে মন্টু হাজি, মেহদি হাসান ওরফে অন্তু হাজি, হুমায়ুন কবির ওরফে পিন্টু হাজি, আব্দুল লতিফ ওরফে হিঙ্গল ও অন্যরা বিভিন্ন জেলার পশু হাট থেকে গরু কিনতো। তারপর তা ট্রাকে করে নিয়ে আসা হতো এনামুলের অফিস মুর্শিদাবাদের সোনার বাংলাতে। এই নামে একটা হোটেল প্রথমে খোলা হয়। তারপর

তা বন্ধ করে সেখানে মার্বেলের দোকান খোলা হয়। এই দোকানকে সামনে রেখে চলতো এনামুলের অফিস। গরু ভর্তি ট্রাকের ড্রাইভারকে একটা টোকেন দেয়া হতো। সেই টোকেন থাকলে রাস্তায় পুলিশ সেই ট্রাক ধরতো না বলে ইডির রিপোর্টে বলা হয়েছে। সেই ট্রাক এনামুলের অফিসে পৌঁছানোর পর মুর্শিদাবাদে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হতো। বিশেষ করে যেখানে নদীই দুই দেশের সীমান্ত সেখান দিয়ে গরু পাচার হতো। মূলত বিএসএফের ৩৬ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের অধীনে থাকা নিমতিতা, খাড়ুয়া, গিরিয়া সীমান্ত চৌকির মতো বিভিন্ন এলাকা দিয়ে স্থানীয় রাখালরা গরুপাচার করত বাংলাদেশে। রাত এগারোটা থেকে তিনটের মধ্যে গরু যেত বাংলাদেশে। তাতে সাহায্য করতো বিএসএফের কর্মকর্তারা।

এনামুলের কর্মী মনোজ সাহার হাতে লেখা ডায়েরিতে বলা হয়েছে, পাঁচ কোটি ৬০ লাখ টাকার গরুপাচার হয়েছে। বীরভূম জেলার পুরো গরুপাচারের বিষয়টি দেখাশুনা করত আব্দুল লতিফ ওরফে হিঙ্গল। ইলমবাজার পশু হাট থেকে গরু কেনা হতো। তারপর তা পাচার করা হত মুর্শিদাবাদের ওমরপুরে এমামুলের অফিস সোনার বাংলায়।

ইডির চার্জশিট বলছে, এনামুল ও আব্দুল লতিফ যোগাযোগ রাখতো সেহগল হোসেনের সঙ্গে। বাবা মারা যাওয়ার পর সেহগল পুলিশের চাকরি পান এবং ২০১১ থেকে তিনি অনুব্রতের দেহরক্ষী ছিলেন। বীরভূমের পশু হাট থেকে গরু কেনা, তারপর তা জেলার বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেহগলের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা হতো অনুব্রতের সঙ্গে। সেহগলের দুইটি মোবাইল ফোনে কল করতেন এনামুলরা। ২০১৭ সালে মার্চ থেকে ৩ জুনের মধ্যে ৪০ বার কথা হয়েছে। সেই কল রেকর্ডও রিপোর্টের সঙ্গে পেশ করেছে ইডি।

বেশ কিছু সাক্ষী ইডিকে জানিয়েছে, অনুব্রতের আত্মীয়, তৃণমূলের বিধায়ক, সাংসদ, রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক অফিসারেরাও সেহগলের ফোনে কল করে অনুব্রতের সঙ্গে কথা বলতেন। সেহগলও জেরার মুখে জানিয়েছেন, ওই কলগুলি অনুব্রতেরই, তার ফোনে করা হয়েছিল। এনামুল যখন বীরভূম যেতেন, তখন সেহগলসহ অনুব্রতের ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে দেখা করতেন।

ইডির দাবি, এমানুল হকের কাছ থেকে অনুব্রতের হয়ে টাকা নিতেন সেহগল। বিনিময়ে এনামুল গরু কেনা ও তা মুর্শিদাবাদে পাচার করার গ্যারান্টি পেতেন। অনুব্রত তার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে নিজের প্রভাব খাটিয়ে এই কাজ করতেন। গরু প্রথমে মুর্শিদাবাদ ও তারপর বাংলাদেশ চলে যেত।

নারী শিক্ষার ওপর তালিবান নিষেধাজ্ঞা 'স্থায়ী' নয়, বললেন আফগান শীর্ষ কূটনীতিক

কাবুল ঃ আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন তালিবান প্রশাসনের প্রধান কূটনীতিক সোমবার জোর দিয়ে বলেছেন, তার সরকার মেয়েদের শিক্ষাকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করেনি, যখন দেশটির নারীরা সারা দেশে বিভিন্ন সেক্টরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তালিবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে এক সেমিনারে দেয়া বক্তৃতায় এ কথা বলেন। চার দিনের এক সরকারি সফরে প্রতিবেশী দেশটিতে যান তিনি। সেখানে তিনি চীন ও পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাথে একটি ত্রিপক্ষীয় সংলাপেও যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, বর্তমানে আফগানিস্তানে প্রায় ১ কোটি শিক্ষার্থী প্রাথমিকস্তর এবং বিশ্ববিদ্যালয়স্তরের শিক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ৯০ লাখ সব ধরনের শিক্ষার সুযোগ পায়, তাদের মধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া, প্রায় ৩ লাখ শিক্ষক এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ান, যার মধ্যে ৯২,০০০ মহিলা শিক্ষক। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলে নারীদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আন্তর্জাতিক দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে তালিবান। সোমবার তার বক্তব্যে মুত্তাকি জোর দিয়ে বলেন, হাজার হাজার মহিলা ডাক্তার এবং নার্স স্বাস্থ্য খাতে কাজ করছেন। মেয়ে এবং নারীরা মাদ্রাসায় (ইসলামিক সেমিনারে) যোগদান করছে, এমনকি সেখানে শিক্ষকতাও করছে। মুত্তাকি বলেন, আমরা কখনই বলিনি যে আফগানিস্তানে নারী শিক্ষা অনৈসলামিক বা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ। আদেশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নারী শিক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। তিনি গত বছর তালিবান প্রধান, হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা কর্তৃক জারি করা আদেশের উল্লেখ করেছেন। ওই আদেশে, অল্পবয়সী মেয়েদের ষষ্ঠ শ্রেণির পর স্কুলে যেতে নিষেধ করা হয় এবং পরবর্তীতে নারী শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। বিশদ বিবরণ না দিয়ে মুত্তাকি বলেন, আমরা এই ইস্যুতে অনেকাংশে অগ্রগতি অর্জন করেছি, এবং আফগানিস্তানের সরকার এই ইস্যুটি সম্পর্কে অবশিষ্ট সমস্যাগুলি সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সমাধান করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

প্রতিশোধ হিসেবে ক্যানাডার কূটনীতিবিদকে বহিষ্কার করলো চীন

বেইজিং ঃ ক্যানাডার এক সাংসদ ও তার পরিবারকে ভয় দেখানোর অভিযোগে সোমবার চীনা কূটনীতিক ঝাও ওয়াইকে বহিষ্কার করেছিল ক্যানাডা। এর প্রতিশোধ হিসেবে মঙ্গলবার সাংহাইয়ের ক্যানাডীয় কনস্যুলেটে কর্মরত এক কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে চীন।

ক্যানাডার দ্য গ্লোব অ্যান্ড মেইল পত্রিকার গত সপ্তাহের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্যানাডার সাংসদ মাইকেল চং ও তার পরিবারকে হংকংয়ে ভয় দেখানো হয়েছিল। চীনা কূটনীতিক ঝাও এই কাজে জড়িত ছিলেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। উইগুর মুসলমানদের উপর নির্যাতনের অভিযোগে চীনের সমালোচনা করে ক্যানাডার সংসদে আনীত এক প্রস্তাবে সই করেছিলেন মাইকেল চং। ২০২১ সালের এক গোপন নথির সূত্র উল্লেখ করে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে দ্য গ্লোব অ্যান্ড মেইল। এই প্রতিবেদনের পর চীনা কূটনীতিককে বহিষ্কার করে ক্যানাডা। এ প্রসঙ্গে ক্যানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেলানি জলি বলেন, ''আমি স্পষ্ট বলেছি ঃ আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো ধরনের বিদেশি হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবো না। ক্যানাডায় কর্মরত কূটনীতিকদের সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যদি এই ধরনের আচরণে লিপ্ত হন, তাহলে তাদের দেশে পাঠানো হবে।'' তবে বেইজিং অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিষয়টি অস্বীকার করে অভিযোগগুলোকে 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন' এবং একটি অপপ্রচার বলে অভিহিত করেছে। ''যদি ক্যানাডিয়ান পক্ষ দায়িত্বজ্ঞানহীন ও স্বেচ্ছাচারীর মতো আচরণ করে তাহলে চীনের দৃঢ় এবং কঠোর প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হবে।''

এদিকে অটোয়ার চীনা দূতাবাসের এক মুখপাত্র ক্যানাডার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের অভিযোগ এনেছেন। ক্যানাডা যুক্তরাষ্ট্রের 'চীনবিরোধী' অ্যাজেন্ডায় যুক্ত হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

এর আগে ২০১৮ সালে ক্যানাডার চীনের হুয়াওয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। তার প্রতিশোধ হিসেবে চীন দুজন ক্যানাডীয় নাগরিককে আটক করেছিল।

এছাড়া চীন ২০১৯ ও ২০২১ সালের ক্যানাডার নির্বাচন প্রভাবিত করতে চেয়েছিল বলে সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে।

সম্প্রীতি

ছবি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত স্বৈরতান্ত্রিক। বিতর্কিত ছবিটি আরো জনপ্রিয়তা পাবে নিষিদ্ধ করায়

পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ 'দ্য কেরালা স্টোরি'

কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ 'দ্য কেরালা স্টোরি'। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই সিনেমা দেখানো হলে সম্প্রীতি নষ্ট হবে। সমালোচনায় বিজেপি।

পরিচালক সুদীপ্ত সেনের 'দ্য কেরালা স্টোরি' হইচই ফেলেছে ভারতে। দক্ষিণের রাজ্য কেরালার প্রেক্ষাপটে তৈরি ছবিতে ধর্মান্তর ও নারী পাচারের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। হিন্দু ও খ্রিস্টান মহিলাদের ধর্মান্তরিত করে লাভ জিহাদএ উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, এমন বার্তা দিয়েছে ছবিটি। ট্রেলার সামনে আসতেই 'দ্য কেরালা স্টোরি' ঘিরে বিতর্ক দানা বাধে। ৫ মে ছবি মুক্তি পায়। তারপর বিতর্কের পারদ চড়েছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, এই ছবি পশ্চিমবঙ্গের কোনো প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হবে না। মুখমন্ত্রীর বক্তব্য, ''বিকৃত তথ্য দিয়ে সিনেমা তৈরি হচ্ছে। একটি সম্প্রদায়কে নিয়ে সিনেমা হয়েছে। বাংলাতেও বেঙ্গল ফাইলস তৈরি করতে চাইছে।'' রাজ্যের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখতে ছবি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে যে দৃশ্য দেখানো হয়েছে, তা শান্তিশৃঙ্খলার পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। এই সিনেমা বিজেপিশাসিত রাজ্যে করমুক্ত করা হলেও পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সিনেমা বিজেপিশাসিত রাজ্যে করমুক্ত করা হলেও পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মমতার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে বিজেপি। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্য, ''বিরোধীরা সবসময় মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলেন। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে এটা কী হলো? ধর্মান্তরণের সংখ্যা নিয়ে আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু ছবির বিষয়ে তো ভুল নেই!'' কেরালায় ৩২ হাজার মহিলার ধর্ম পরিবর্তনের কথা গোড়ায় বলা হলেও পরে মুক্তির সময় ছবিতে সংখ্যা কম দেখানো হয়েছে। অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজ্যের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে বামেরা। সিপিএম সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''ছবি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত স্বৈরতান্ত্রিক। বিতর্কিত ছবিটি আরো জনপ্রিয়তা পাবে নিষিদ্ধ করায়। বরং পাল্টা তথ্য দিয়ে ছবির বক্তব্যের বিরোধিতা করাই সঙ্গত।''

কর্নাটকে ভোট প্রচারে গিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ছবির পক্ষে সওয়াল করেন। বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যে 'দ্য কেরালা স্টোরি'কে করমুক্ত করা হয়েছে। বাম শাসিত কেরালায় ছবিটি নিষিদ্ধ করা হয়নি। সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পাওয়া এই ছবির প্রদর্শনের বিরুদ্ধে দেশের সুপ্রিম কোর্ট ও একাধিক হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল। কিন্তু কোনো আদালত এটিকে 'ইসলামবিরোধী' বলে মনে করেনি। অতীতে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতে এমন একাধিক ছবি নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। ডান হোক বা বাম, সরকারের কোপে পড়েছে অনেক ছবি। বিজেপি শাসিত গুজরাটে নিষিদ্ধ হয়েছে 'পরজানিয়া', 'ফিরাক', 'ফনা'। 'পদ্মাবত' ছবি নিয়ে গেরুয়া শিবির আপত্তি তোলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাক স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। কিন্তু এই রাজ্যে পরিচালক অনীক দত্তের 'ভবিষ্যতের ভূত' নিয়ে আপত্তি ছিল তৃণমূল সরকারের। সম্প্রতি বিজেপির তারকা প্রচারক মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত 'প্রজাপতি'র নন্দনে ঠাঁই হয়নি। বাম আমলে সুমন মুখোপাধ্যায়ের 'হারবার্ট' বাধার মুখে পড়েছে। বাম সরকার বিদেশি 'টরাস' ছবি তুলে নিয়েছিল চলচ্চিত্র উৎসব থেকে।

'দ্য কেরালা স্টোরি' নিয়ে সিনেমা জগতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। মমতার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন বলিউডের অভিনেত্রী শাবানা আজমি। বামমনস্ক টলিউড অভিনেতা কৌশিক সেন মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। সাম্প্রতিক অতীতে এ ধরনের বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছিল বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ঘিরে। এই ছবিটি পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ হয়নি। এতে একটি সম্প্রদায়কে নিশানা করা হয়েছে বলে বিজেপি বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছিল। 'দ্য কেরালা স্টোরি' নিয়ে একই ধরনের অভিযোগ তৃণমূলের। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ পরিচালক বিবেক, সুদীপ্তদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছেন, ''গুজরাট নিয়ে সিনেমা করেন না কেন? গুজরাট ফাইলস, উন্নাও ফাইলস, হাথরাস ফাইলস তৈরি করলে বুঝতাম!''

ছবি নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে চলচ্চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক মানস ঘোষ। তিনি বলেন, ''আমাদের সেন্সর বোর্ড পদ্মাবত, পাঠান নিয়ে মাথা ঘামায়। কিন্তু কাশ্মীর ফাইলস ছেড়ে দেয়। বাস্তববাদী ছবিতে যে তথ্য ব্যবহার করা হয়, তার একটা ভিত্তি থাকতে হবে। শিল্পীর স্বাধীনতা মানে গল্পের গরু গাছে তোলা উচিত নয়।'' ছবি নিষিদ্ধ করার অর্থ সেটি ঘিরে আরো কৌতূহল জাগিয়ে তোলা। বক্স অফিসে দারুণ সফল 'দ্য কেরালা স্টোরি'। এই চারপাঁচদিনে ৫০ কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করেছে সুদীপ্তের ছবি, যা 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এর বাণিজ্যিক সাফল্যকে ছাপিয়ে গিয়েছে। বক্স অফিসে সাফল্য ও সরকারি আনুকূল্য, দুটিই একসঙ্গে নিশ্চিত করছেন 'প্রোপাগান্ডা' বা প্রচারমূলক ছবির প্রযোজকরা। অধ্যাপক ঘোষের মতে, ''আমাদের সিনেমায় প্রোপাগান্ডার ঝোঁক বাড়ছে, তার নেপথ্যে রাজনৈতিক মদত রয়েছে। কর্নাটকে হিজাব নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। সেখানে কাল ভোট, তাই এটা কর্নাটক স্টোরিও হতে পারত!''

সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে প্রশাসনের অভিযান,উচ্ছেদ করা হলো ২০ থেকে ২৫ টি পরিবারকে, এক ব্যক্তির অভিযোগ টাকার বিনিময় সেই জমি কিনে ছিলেন তিনি, উচ্ছেদ অভিযানের পেছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত দেখছে বিজেপি, ভূমিহীনদের পাশে তৃণমূল, সদর এলাকায় ভাগাড়ের বিরোধিতায় ব্যবসায়ী সমিতি

মালদা ঃ সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সঙ্গে পুলিশের যৌথ অভিযান। সরকারি জমি থেকে উচ্ছেদ করা হল ২০-২৫ টি পরিবারকে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর সেই জমিতে সরকারি প্রকল্পের কাজ হওয়ার জন্য দখলমুক্ত করা হয়েছে।এদিকে এই উচ্ছেদ অভিযানকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া এক ব্যক্তির দাবি তার কাছে জমির দলিল রয়েছে।টাকার বিনিময়ে তিনি ওই জমি কিনে ছিলেন।প্রশ্ন উঠেছে তবে সরকারি জমির ভুয়ো দলিল করে কে বা কারা বিক্রি করেছিল?এদিকে উচ্ছেদ অভিযানের পেছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত দেখছে বিজেপি। বিজেপির দাবি এই জায়গায় ভাগাড় করা হবে। আর ভাগাড়ের জন্য উচ্ছেদের বিরোধীতা করেছে বিজেপি। সাথে বিজেপির অভিযোগ এরকম অনেক সরকারি জমি তৃণমূল নেতারা দখল করে রেখেছে।জমি মাফিয়াদের পেছনে প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে তৃণমূলের। ব্যবসায়ী সমিতিও সদর এলাকায় লোকবসতির মধ্যে ভাগাড় করার বিরোধীতা করেছে।যদিও বিজেপির অভিযোগ কে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। তবে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছেন মানবিক দিক দিয়ে তারা ভূমিহীনদের পাশে রয়েছেন। সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় হলদিবাড়ি মোড়ে সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশকে সাথে নিয়ে উচ্ছেদ অভিযান চালায় হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ভিক্টর সাহা। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক বিডিও অনির্বান বসু। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেওদূত গজমের। ওই জমিতে বসবাসকারী ২০ থেকে ২৫ টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। তাদের মধ্যেই দুলাল সিংহ নামে এক ব্যক্তি অভিযোগ করেন তিনি ২০১৩ সালে টাকার বিনিময়ে ওই জমি কিনে ছিলেন। তার কাছে সেই দলিল রয়েছে।সূত্রের খবর এখানে প্রত্যেক পরিবারই টাকার বিনিময়ে জমি কিনে বসবাস করছিল। ফলে প্রশ্ন উঠেছে কারা টাকার বিনিময়ে সরকারি জমি বিক্রি করেছিল। কেনই বা সেই সময় পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন। জমি মাফিয়াদের সঙ্গে শাসকদল এবং প্রশাসনের আতাতের অভিযোগ করেছে বিরোধীরা। বিজেপির অভিযোগ ওই জায়গায় ভাগাড় করা হবে। তাই এই পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ করল প্রশাসন। কিন্তু সদর এলাকায় ভাগাড় হতে দেবে না বিজেপি।দরকার হলে আন্দোলনে নামার হুশিয়ারি দিয়েছে তারা। সাথে বিজেপির দাবি এই রকম অনেক জমি তৃণমূলের নেতারা দখল করে রয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর ঘোড়া গাড়ি স্ট্যান্ডের সরকারি জমি দখল করে শপিং মল তৈরি হয়েছে। কিন্তু তখন পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন। হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় তৃণমূল ভোট পায় না বলে লোক বসতির মধ্যে ভাগাড় করে পরিবেশ দূষণ করতে চাইছে। এমনটাও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছে বিজেপি। যদিও বিজেপির অভিযোগ কে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। তবে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছে ওখানে পরিবার গুলো অনেকদিন ধরে বসবাস করত।মানবিক ভাবে তারা সেই ভূমিহীন পরিবারের পাশে রয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতির দাবি সদর এলাকায় যাতে ভাগাড় না হয়। নাতো দুর্গন্ধ এবং মশা মাছির ফলে পার্শ্ববর্তী লোকজন অসুস্থ হয়ে পড়বে। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতর।

জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া দুলাল সিংহ বলেন, আমি বহু বছর বাইরে কাজ করে অতি কষ্টে টাকা জমিয়ে ছিলাম। দিয়ে এখানে জমি কিনে ছিলাম বাড়ি করে থাকবো বলে।আমার কাছে জমির কাগজপত্র রয়েছে। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করবো যাতে আমাকে আমার জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ভিক্টর সাহা বলেন, সরকারি জমিতে কোন রকম দখল করা যাবে না। ওই ব্যক্তির কাছে দলিল নেই। উনি সাম্প্রতিক কালে এই জায়গা দখল করেছে। এখানে সরকারের প্রকল্প হবে তাই আমরা উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছি।

উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল বলেন, ভাগাড় করার জন্য ওখানে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে। এর আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। প্রশাসনের সাহস থাকলে যে সব সরকারি জায়গা তৃণমূল নেতারা দখল করে রেখেছে সেখান থেকে উচ্ছেদ অভিযান চালাক। হরিশ্চন্দ্রপুর ঘোড়া গাড়ি স্ট্যান্ড দখল করে শপিংমল হয়েছে। সদর এলাকায় ভোট পাই না বলে ভাগাড় করে পরিবেশ দূষণ করতে চাইছে তৃণমূল।

হরিশ্চন্দ্রপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সঞ্জীব গুপ্তা বলেন, বিজেপি কি বলল তাতে গুরুত্ব দিয়ে লাভ নেই।তবে ওই জায়গায় পরিবার গুলো অনেক দিন ধরে বসবাস করত। তারা ভূমিহীন। মমতা ব্যানার্জির সরকার সব সময় মানবিক ভূমিহীনদের জন্য। আমরা ওই পরিবারগুলোর পাশে আছি।

একদিকে ভূমিহীনদের জন্য পাট্টা বিলি করছে সরকার। অন্যদিকে এখানে সরকারি জমি থেকে ভূমিহীনদের উচ্ছেদ করা হল। আবার যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের অভিযোগ তারা টাকার বিনিময়ে জমি কিনেছিল। হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় এর আগেও সরকারি জমি দখল করে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। সমগ্র ঘটনায় প্রশ্নের মুখে প্রশাসনের ভূমিকা।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির! ঘাতক গাড়িতে ভাঙচুর চালায় জনতা

কোচবিহারঃ চার চাকা গাড়ি ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মোটরসাইকেল চালকের। ঘটনায় ঘাতক গাড়িতে ভাঙচুর চালায় স্থানীয়রা। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনার ছেলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ। শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ বক্সিরহাটের হরিরহাট শালবাড়ি রাজ্য সড়কের শালবাড়ী বড় কুড়ার পাড় এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত ওই ব্যক্তির নাম দীনেশ বর্মন (৫২)। বাড়ি বাঁশরাজা এলাকায়।

কোচবিহারর ঘুঘুমারি অঞ্চলে শুরু হল ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে আবেদন পত্র গ্রহণ

কোচবিহার ঃ ১০০ দিনের কাজের টাকা থেকে পশ্চিমবঙ্গবাসী বঞ্চিত হচ্ছে এই অভিযোগ বারবার করে এসেছে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্র একশ দিনের টাকা আটকে রেখেছে গত দু'বছর ধরে , কোচবিহারের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন সাধারণ মানুষের টাকা আদায়ের জন্যে তিনি দিল্লিতে ধরনা দেবেন। এই অন্যায় কিছুতেই মেনে নেবেন না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা অনুযায়ী ৩রা মে থেকে কোচবিহার জেলা জুড়ে বুথে বুথে শুরু হল ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে আবেদন পত্র গ্রহণ।

আগামী ১৫ই মে পর্যন্ত সমস্ত কোচবিহার জেলা জুড়ে ১০০ দিনের কাজের বকেয়ার টাকার দাবিতে এবং কাজের দাবিতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে পত্র লেখার কর্মসূচি চলবে। কোচবিহার জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক এদিন স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করেন। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ঘুঘুমারি অঞ্চলের বিভিন্ন বুথে বুথে ঘুরে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। জানা যাচ্ছে সারা রাজ্য জুড়ে প্রায় এক কোটি দরখাস্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপস্থিত হবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দেব ভৌমিক জানান, নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকার প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। কেন্দ্র ১০০ দিনের টাকা দিচ্ছে না। যারা টাকা চেয়ে আবেদন করছেন তাদের কেউ কেউ দেড় বছর, দু বছর থেকে ১০০ দিনের কাজ করে কোন বিল পাননি এবং এই দু বছর ধরে তারা কোনও ১০০ দিনের কাজও পান নি। এক্ষেত্রে ১০০ দিনের কাজের নিয়ম ও মানা হচ্ছে না। তাই আমরা স্বাক্ষর যুক্ত আবেদন পত্র গ্রহণ করছি।

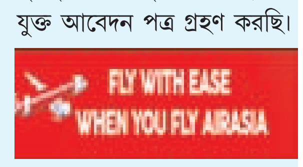

বাঘমুন্ডিতে লাল পলাশ পত্রিকার উন্মোচন হলো

জামশেদপুর (সুধীর গোরাই) ঃ বাংলা বর্ষবরণ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে মানভূম অঞ্চলের বিশেষ পত্রিকা লাল পলাশ পত্রিকার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হলো বাঘমুন্ডিতে। মূলত বাংলা নববর্ষ সন ১৪৩০ দ্বিতীয় তম বর্ষে লাল পলাশ পত্রিকাতে এলাকার তরুণ তুর্কি লেখকদের দ্বারা পুরুলিয়া তথা মানভূম এলাকার ছোট বড়ো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা রয়েছে। মঙ্গলবার জঙ্গলমহল ঝাড়ভঙ্গ ডায়েরির ব্যবস্থাপনায় পত্রিকার আনুষ্ঠানিক উন্মোচনে রবীন্দ্র সংগীত সহ নৃত্য পরিবেশিত হয়। এছাড়াও পত্রিকার গুরুত্ব সম্পর্কে তুলে ধরা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন বাঘমুন্ডি বিডিও দেবরাজ ঘোষ, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত ছৌ শিল্পী ভুবন কুমার, জাতীয় শিক্ষক নিবারণ চন্দ্র মাহাতো, বাঘমুন্ডি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাসিদ খাঁন, আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক দেবাশীষ বঃেদ্যাপাধ্যায়, প্রাক্তন শিক্ষক গিরিধারী সাউ, লাল পলাশ পত্রিকা তথা জঙ্গলমহল ঝাড়বঙ্গ ডায়েরির সম্পাদক তাপস কুইরী প্রমূখ।

অভিষেক আসার আগেই তৃণমূল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব জখম ছয়

বোলপুর (নিজস্ব প্রতিনিধি) ‑ মঙ্গলবার নয় মে বীরভূম জেলায় নবজোয়ার কমসূচিতে আসছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । আর তার ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগেই সোমবার বিকালে তৃনমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রনক্ষেত্র হয়ে উঠলো নানুর থানার খুজুটিপাড়া সংলগ্ন বায়তারা গ্রাম । দুইপক্ষের সংর্ঘষে এক মহিলা সহ ছয়জন জখম হয় । তাদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক । তারা বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । জখম মহম্মদ বাহার,নয়ন শেখ বলে, বাঁশ, লাঠি,টাঙি দিয়ে আমাদের মেরেছে । ওরা সিপিএম সমর্থক । বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, করে দেমা লুটেপুটে খাই তৃনমূলের এখন করুন অবস্থা । যত চোর সব জায়গায় এক জায়গায় হচ্ছে । তৃণমূল তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়বে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে । সিপিএম নানুর কীনাহার এরিয়া কমিটির সম্পাদক মনোতোষ মজুমদার বলেন, এটা সম্পূ

উদ্ধার তাজা বোমা

বোলপুর (নিজস্ব প্রতিনিধি) ‑ মঙ্গলবার বীরভূম জেলায় নবজোয়ার কমসূচিতে আসছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তার আগে সোমবার গোপনসূত্রে খবর পেয়ে খুজুটিপাড়া সংলগ্ন বাইতারা গ্রামে ঝোপের মধ্যে খড় চাপানো অবস্থায় দুই ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করলো নানুর থানার পুলিশ । বোমাগুলি পরে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে ।

রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন সিউড়িতে

বীরভূম (অভীক মিত্র)ঃ ‑ সারা রাজ্যের সঙ্গে যথাচিত মর্যাদার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালন করা হলো বীরভূম জেলায় । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বীরভূম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আযোজনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে কবিপ্রনাম সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে মঙ্গলবার সকাল নয়টা থেকে পালন করা হয় । মঞ্চে দুটো রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন জেলাশাসক বিধান রায় । জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, জেলার প্রায় প্রত্যেকটি স্থানে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন চলছে । কথায় গানে সুর তাল ছন্দে এখানে পালন করলাম । বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে জেলাশাসক বলেন, প্রশাসনিক পদে থেকে বেশি কিছু বলবো না । বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ । কোথাও আমরা ব্যাথিত । জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন ।

আগুন চাঞ্চল্য সিউড়ির ফতেপুর গ্রামে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ‑ মঙ্গলবার রাতে সিউড়ি থানার ফতেপুর গ্রামে তিনটি দোকান আগুনে ভস্মীভূত হলো । স্থানীয় বাসিন্দা এবং দোকানদারদের তৎপরতায় বড়োসড়ো বিপত্তি থেকে রক্ষা পায় এলাকা । স্থানীয় বাসিন্দারা অগ্নিসংযোগের এমন ঘটনা না দেখলে আরো একাধিক দোকানে আগুন লাগতে পারতো । তারা তৎপরতার সঙ্গে আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনা দেখতেই তা নেভানোর কাজ শুরু করে অন্যান্য দোকানগুলিকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় । কিভাবে আগুন লাগল তা সম্পর্কে স্থানীয় দোকানদারদের অভিযোগ স্থানীয় তিনজনের বিরুদ্ধে । স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, মিঠুনসহ আরো দুজন টাকা পয়সা দাবি করে ঝগড়া ঝামেলা করেছিলেন । এরই পরিপ্রেক্ষিতে তারা রাতে আগুন লাগিয়ে দেন । এলাকায় পৌঁছেছে সিউড়ি থানার পুলিশ এবং তাদের তরফ থেকে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।

সিউড়ি শহরে আগুন

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ সিউড়ি পৌরসভার চোদ্দোনং ওয়ার্ডের সর্দারপাড়ায় দুই ঘরে আগুন লাগে । মঙ্গলী সর্দার বলে, আমার ঘরে আগুন লাগে । ক্লাবের ছেলেগুলো সব বের করে দিয়েছে । আগুন নেভানোর কাজ করেছে তারপর দমকল এসেছে । কাউন্সিলর মনিদীপা মুখ্যাজী বলে, ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসি । ত্রিপল দিয়ে দেবো । আমি পাশে থাকবো ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

সম্পূর্ণ মন্ত্রিসভা, পরিবারের সদস্য, পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে আগামী ১১ মে 'দ্যা কেরালা স্টোরি' ছবি উপভোগের পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

তার সঙ্গ দিতে সাংবাদিকদেরও আমন্ত্রণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গত ৫ মে সারা ভারতে মুক্তি পাওয়া 'দ্যা কেরালা স্টোরি' ছবিকে কেন্দ্র করে সারা দেশজুড়ে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে এই ছবির ক্ষেত্রে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি ছবিটি দেশের শাসক এবং বিরোধী পক্ষের রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার সভায় এই ছবির নাম ব্যাপকভাবে উচ্চারিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছাড়াও কর্নাটকে স্টার ক্যাম্পেনারের দায়িত্বে থাকা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও 'দ্যা কেরালা স্টোরি' ছবির স্বপক্ষে ব্যাপক সরব হয়ে ছিলেন। এবার এই ছবি প্রত্যক্ষ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন তিনি। আগামী ১১ মে সম্পূর্ণ কেবিনেট, পরিবারের সদস্য, পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে এই ছবি দেখবেন বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে সোমবার আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রত্যাশিত ভাবে 'দ্যা কেরালা স্টোরি' প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে। সাংবাদিকদের উত্থাপন করা বিষয়টি ঘিরে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই ছবি সংক্রান্তে আপাতত কোন প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি পারছেন না। প্রথমে তাকে স্বয়ং এই ছবি প্রত্যক্ষ করতে হবে। ফলে আগামী ১১ মে গুয়াহাটি মহানগরে এই ছবি দেখবেন তিনি। মন্ত্রিসভার সদস্যদের পাশাপাশি পরিবারের সদস্য এবং পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে তিনি 'দ্যা কেরালা স্টোরি' ছবি প্রত্যক্ষ করতে যাবেন। এক্ষেত্রে তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য সাংবাদিকদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

যোগ্যতার ভিত্তিতে পুলিশ, বন এবং আবগারি বিভাগের ৫৪২১ প্রার্থীর চাকরির ফলাফল প্রকাশ

চলতি বছরের মধ্যে পুলিশের ৪৫০০টি পদোন্নতি ভিত্তিক পদ পূরণ করা হবে বলে ঘোষণা ডিজিপি জিপি সিংহের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ পুলিশের চাকরির স্বপ্ন দেখা যুবকযুবতীদের অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো। পুলিশ বিভাগে চাকরির জন্য দীর্ঘদিন আগে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে ফলাফলের আশায় অপেক্ষায় ছিলেন রাজ্যের কয়েক হাজার যুবক যুবতী। রাজ্যের পুলিশ, বন এবং আবগারি বিভাগের ৫৭৩০ খালি পদের জন্য ৫৪২১ প্রার্থীর চাকরির ফলাফল আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করলেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তার ঘোষণার পরেই সোমবার বেলা বারোটা থেকে এই ফলাফল দুটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। যোগ্য প্রার্থীর অভাবে বাকি থাকা ৩০৯ টি কনস্টেবল এর পদে নিযুক্তি পরবর্তীকালে সম্পন্ন হবে বলে জানালেন তিনি।

সোমবার গুয়াহাটি মহানগরের উলুবাড়ি স্থিত অসম পুলিশের মুখ্য কার্যালয়ে আযোজিত এক সাংবাদিক ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন মোট চার ক্যাটাগরিতে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিশেষ করে পুলিশ, বন এবং আবগারি বিভাগের কনস্টেবল, স্নাতক পর্যায়ের, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের এবং কমান্ডো ব্যাটেলিয়ানের পদের জন্য এই নিযোগে প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। মোট ৫৪২১ পদের জন্য প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হলেও ৫৪২১ জন প্রার্থী এক্ষেত্রে নির্বাচিত হয়েছেন। মূলত যোগ্য প্রার্থীর অভাবে ৩০৯ টি পদে নিযুক্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়নি। এদিনের নিযুক্তি প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হওয়ার প্রার্থীরা আগামী দুএকদিনের মধ্যে নিজেদের নিযুক্তিপত্র ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তবে কয়েকজনকে মহানগরে অনুষ্ঠেয় কেন্দ্রীয়ভাবে নিযুক্তিপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হবে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত সেই প্রার্থীদের সময় মতো এই বিষয়ে অবগত করানো হবে বলে জানালেন ডিজিপি জিপি সিংহ।

তিনি বলেন পুলিশ, বন এবং আবগারি বিভাগের কনস্টেবলের ক্ষেত্রে ৫৫৭ টি পদের জন্য ৫৫০ জন প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। একইভাবে স্নাতক পর্যায়ের ৩৮০ পদের জন্য ৩৩৫ জনকে, উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ের ৩১২৭ টি পদের জন্য ৩০০৪ জনকে, চতুর্থবর্গের পর্যায়ে ১৬৬৬ টি পদের জন্য ১৫৩২ জন প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। বাকি থাকা ৩০৯ টি পদ পরবর্তীকালে পূরণ করা হবে। তাছাড়া চলতি বছরের মধ্যে পুলিশের ৪৫০০টি পদোন্নতি ভিত্তিক পদ পূরণ করা হবে বলে ঘোষণা করেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি জানান পদোন্নতির ক্ষেত্রে খালি পদ গুলো পূরণের পর ফের এক্ষেত্রে পদের সৃষ্টি হবে। সেটা সরকারকে সময় মতো জানানোর পর পরবর্তীকালে এই পদ গুলো পুরনো সময় বাকি থেকে যাওয়া ৩০৯ টি পদও পূরণ করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন ভুয়া পরীক্ষার মার্কশিট তথা নথি পত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে ৪১৪ টি কনস্টেবল এর পদ স্থগিত রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে সিআইডি তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সিআইডির তরফে তদন্তের প্রতিবেদন দাখিল করা হবে এরপরে এই বিষয়ে প্রযোজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানালেন তিনি। অন্যদিকে সুরাপায়ী এবং মেদ বহুল পুলিশের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি বলেন জেলা স্তরে শীর্ষ পুলিশকর্তাদের অধীনে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। সেই কমিটি গুলোর প্রতিবেদন অসম পুলিশের মুখ্য কার্যালয়ে দাখিল হবার পর আরেক কমিটি এই প্রতিবেদনগুলো খতিয়ে দেখবে। এরপর তালিকার নাম অন্তর্ভুক্ত পুলিশ অফিসার এবং কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের শুধরানোর সুযোগ দেওয়া হবে। এক্ষেত্রেও বিফল হলে সেই পুলিশ অফিসার এবং কর্মীদের স্বেচ্ছামূলক অবসরে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে অসম পুলিশের আইজি অখিলেশ সিংহের নেতৃত্বে চারজন সদস্যের একটি দল গত তিনদিন ধরে মনিপুরে রয়েছে বলে জানালেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি বলেন মণিপুরে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের যাবতীয় সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করে দেওয়ার ক্ষেত্রে শুকরিয়া রয়েছে অসম পুলিশের এই দলটি। তাছাড়া রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১০৭৯, ১০৭০ নম্বরের দুটি হেল্পলাইন জারি করা হয়েছে। একই সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমেও পুলিশ দলটির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। অসমের মুখ্য সচিব এই বিষয়টির তদারক করছেন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। একইভাবে রাজ্যের বিভিন্ন অপরাধের ঘটনার তদন্ত এবং পলাতকদের খুঁজে বের করা সংক্রান্তে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি বলেন অসম পুলিশ পালিয়ে থাকা অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে করছে না ফলে সেটা ভাবা ভুল হবে যে তাদের গ্রেপ্তার করা যাবে না। অসম পুলিশ কোনো অপরাধীকে রেহাই দেবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ডিজিপি।

ডাক্তার দম্পতির মামলায় পৃথক আদালতের দাবি জানিয়ে হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতিকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর, ৪৫ দিনের মধ্যে পুলিশকে চার্জশিট দাখিলের নির্দেশ

ডাক্তার দম্পতির বিরুদ্ধে পক্স আইনের অধীনে দুটি পৃথক মামলা রজ্জু মন্তব্য ডিজিপি জিপি সিংহের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ প্রায় চার বছরের ছেলে এবং মেয়ে দুটি শিশুর উপর বর্বর অত্যাচার, বীভৎস যৌন নির্যাতনের নতুন নতুন তথ্য উন্মোচিত হচ্ছে। ডাক্তার দম্পতি ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম এবং ডাঃ সঙ্গীতা দত্তকে জেরা অব্যাহত রেখেছে পুলিশ। তবে এই মামলাটি পৃথক আদালতের মাধ্যমে শুনানি গ্রহণ করে ছয় মাসের মধ্যে রায়দান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য গুয়াহাটি হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতিকে চিঠি লিখবেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে এই মামলার চার্জশিট দাখিল করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানালেন তিনি। ডাক্তার দম্পতির বিরুদ্ধে পক্স আইনের অধীনে দুটি পৃথক মামলা রজ্জু করা হয়েছে বলে জানান ডিজিপি জিপি সিংহ।

ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সংক্রান্তে একজন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠিত অর্থবান অগ্রণী ডাক্তারের মুখোশ পরে থাকা সার্জেন্ট ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা দত্ত বর্তমান পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন। দত্তক নেওয়া প্রায় চার বছরের ছেলে এবং মেয়ে দুটি শিশুর উপর বর্বর অত্যাচার, বীভৎস যৌন নির্যাতনে জড়িত রয়েছেন এই ডাক্তার দম্পতি। শুধু সেটাই নয় কন্যা শিশুটিকে হাত বেঁধে প্রখর রোদে ছাদের উপর বেঁধে রাখা, গোপনঙ্গে গরম ইস্ত্রি দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া, সেখানে গরম জল ঢেলে দেওয়া, ছেলে শিশুর গোপনাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন, পশ্চাদদেশে রক্ত জমে থাকার চিহ্ন ইত্যাদি অবর্ণনীয় অমানবীয় নির্যাতনের দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। অবশেষে এই ডাক্তার দম্পতি বর্তমান আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। সেসঙ্গে ৭ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন বাড়ির কাজের মেয়ে লক্ষী রায়।

দুই শিশুকে অকথ্য অত্যাচার এবং যৌন নির্যাতন করা ডাক্তার দম্পতি ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম এবং ডাঃ সঙ্গীতা দত্তকে জেরা অব্যাহত রেখেছে পুলিশ। সোমবার ডাঃ সঙ্গীতা দত্তকে সঙ্গে নিয়ে তার বাসভবনে পুলিশ ফের একবার অভিযান চালিয়েছে। মহানগরের উলুবাড়ি স্থিত রোমা এন্ডক্লেভ থাকা ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ, কম্পিউটার ইত্যাদি সংগ্রহ করেছে পুলিশ। তাছাড়া তাকে জেরা করে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী তার বাড়িতে কর্মরত কাবাই নামের এক নাবালিকা বাড়ির পরিচারিকাকে আটক করেছে পুলিশ। অন্যদিকে গতকাল রাতে পান বাজার মহিলা থানায় লকআপে অক্সিজেনের অভাব অনুভব হওয়ায় শ্বাস নিতে পারছেন না বলে অভিযোগ জানান ডাঃ সঙ্গীতা দত্ত। অবশেষে সারারাত ধরে লকআপের বাইরে একটি চেয়ারে পায়ের উপরে পা তুলে বসে রাত কাটিয়েছেন তিনি। তবে কোনো ধরনের অনুশোচনা বিহীনভাবে থেকে নিজের আরেক কন্যা শিশুকে দেখার কোথায় একবারও বলেননি এই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তাছাড়া সন্ধ্যায় পানবাজার থানায় পুলিশ কমিশনারের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ঘটনার প্রকৃত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। এদিকে তার স্বামী ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম পল্টন বাজার থানার লকআপে অনুশোচনা বিহীনভাবে অন্যান্য অপরাধীদের সঙ্গে গল্পগুজবে মত্ত রয়েছেন। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এদিন তাকে লকআপে ভগবত গীতা পাঠ করতে দেখা গেছে।

এই সম্পূর্ণ অপরাধের ঘটনাটি তিনি স্বয়ং নিরীক্ষণ করছেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সোমবার গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই বিষয়টির ক্ষেত্রে অনবরতভাবে তিনি নজর রাখছেন। এই মামলার শুনানি পৃথক আদালতে গ্রহণ করার জন্য গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারপতিকে তিনি চিঠি লিখবেন। তাছাড়া ছয় মাসের মধ্যে যাতে এই মামলার রায়দান করা হয় সেক্ষেত্রেও বিচারপতিকে অনুরোধ জানাবেন তিনি। তাছাড়া এই ঘটনা তদন্ত এবং চার্জশিট দাখিল ৪৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ডাক্তার দম্পতির বিরুদ্ধে পস্ক আইনের অধীনে দুটি পৃথক মামলা রজ্জু করা হয়েছে বলে জানালেন ডিজিপি জিপি সিংহ। সোমবার গুয়াহাটি মহানগরের উলুবাড়ি স্থিত অসম পুলিশের মুখ্য কার্যালয়ে আযোজিত এক সাংবাদিক তিনি বলেন ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। শিশুদের শারীরিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছিল সেটার প্রতিবেদন ইতিমধ্যে দাখিল করা হয়েছে। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী তদন্ত চলছে। এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। অসম সরকার সম্পূর্ণ ঘটনা নিরীক্ষণ করছে। ফলে এবার ফরেন্সিক এভিডেন্স, সার্কমটেন্সিয়াল এভিডেন্স সহ এক্ষেত্রে চার্জশিট দাখিল করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি বলেন পুলিশ কমিশনারকে এই বিষয়ে ঘনঘন ভাবে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময় করে ঘটনার সবিশেষ জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী গতকাল পুলিশ কমিশনার দিগন্ত বরা পানবাজার থানায় সাংবাদিক সম্মেলন আযোজন করেছিলেন বলে জানান ডিজিপি জিপি সিংহ।

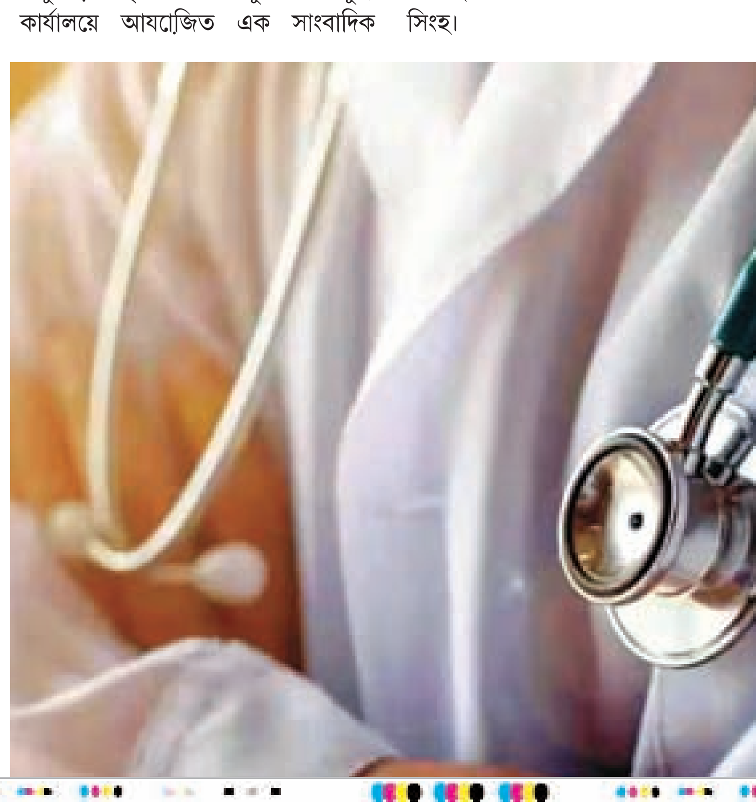

আওয়ামী লীগে সংঘাত বাড়ছে, বাড়ছে হত্যা

ঢাকা ঃ জাতীয় নির্বাচনের বছরে রাজনৈতিক সংঘাত বাড়ছে। চার মাসে শাসক দল আওয়ামী লীগের তৃণমূলে সংঘাতের সাথে বেড়েছে হত্যাকাণ্ড। এপ্রিলমে মাসে দেশের বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের কমপক্ষে ছয়জন নিহত হয়েছেন প্রতিপক্ষের হাতে। মামলায় অভিযুক্তরা একই সংগঠনের নেতাকর্মী। বিশ্লেষকেরা বলছেন এইসব সংঘাত ও হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে আছে স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন, আগামী জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আধিপত্য বিস্তার এবং দখল ও চাঁদাবাজি। গত ২ মে রাতে বরগুনা সদর উপজেলার আয়লা পাতাকাটা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক সদস্য শফিকুল ইসলামকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। গত ইউপি নির্বাচনে শত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষের লোকজন তাকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নিহত শফিকুলের পরিবারের দায়ের করা মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও বর্তমান ইউপি সদস্য মোতাহার মৃধাসহ তার সমর্থকরা এই হত্যার সঙ্গে জড়িত। ৩০ এপ্রিল রাতে কুমিল্লার তিতাস উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জামাল হোসেনকে বোরকা পরা দুর্বৃত্তরা গুলি করে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের জেরে হয়েছে বলে মামলার এজাহার থেকে জানা গেছে। তিতাস উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিনুল ইসলামসহ কয়েকজনকে এই মামলায় আসামি করা হয়েছে।

গত ২৫ এপ্রিল রাতে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় সাবেক যুবলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল নোমান ও ছাত্রলীগ নেতা রাকিব ইমামকে গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। নোমান জেলা যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং রাকিব ইমাম জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক । জানা গেছে লক্ষ্মীপুর রামগঞ্জ পৌরসভার কাউন্সিলর পদে নির্বাচন ও উপজেলা কমিটিকে কেন্দ্র করে ওই দুইজনকে হত্যা করা হয়। ২৪ এপ্রিল রংপুরের কাউনিয়া উপজেলায় দলের মতবিনিময় সভায় স্লোগান দেয়াকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে সোনা মিয়া নামের এক কর্মী নিহত হন। নিহত সোনা মিয়া কাউনিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়রুল ইসলামের অনুসারী ছিলেন। ১৯ এপ্রিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের উদয়ন মোড়ে ছুরিকাঘাতে নিহত হন সাবেক যুবলীগ নেতা খাইরুল আলম। তিনি জেলা যুবলীগের সহশ্রমবিষয়ক সম্পাদক ও শিবগঞ্জ পৌরসভার কাউন্সিলর ছিলেন। মামলায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মোখলেসুর রহমান ও জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সামিউল হককে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসাব বলছে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল এই চার মাসে দেশে রাজনৈতিক সংঘাতসংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ১২৭টি। এতে নিহত হয়েছেন সাতজন। সাতজনই আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগনের। আহত হয়েছেন এক হাজার ৭২৩ জন। আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ৪৬টি। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে ৪৫টি। ২০২২ সালে সারাদেশে রাজনৈতিক সংঘাত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ৪৮৯টি। এতে নিহত হয়েছেন ৭০ জন । আহত হয়েছেন ছয় হাজার ৯১৪ জন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠননগুলোর মধ্যে সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে ১১০টি। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে ৭৬টি। আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের মধ্যে সংঘাতে ১৫ জন নিহত হয়েছেন। ২০২১ সালে ৯৩২ টি রাজনৈতিক সংঘাতের ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১৫৭ জন। আহত হয়েছেন ১০ হজার ৮৩৩ জন। ওই বছর ইউপি নির্বাচনের সহিংসতায় ১৩৩ জন নিহত হন।

২০২০ সালে ১৫৭টি রাজনৈতিক সংঘাতের ঘটনায় ৩১ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন এক হাজার ৮৫৯ জন।

২০১৯ সালে রাজনৈতিক সংঘাতসহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ২০৯টি। এতে ৩৯ জন নিহত এবং দুই হাজার ৬৮৯ জন আহত হয়েছেন।

২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বছর দেশে মোট রাজনৈতিক সংঘাত হয়েছে ৭০১ টি। নিহত হয়েছেন ৬৭ জন। আহত হয়েছেন সাত হাজার ২৮৭ জন।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় নির্বাচন বিশেষ করে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক সহিংসতায় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বেশি ঘটে। আর একটি ট্রেন্ড হচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংঘঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে এককভাবে সংঘাতের ঘটনা বেশি। তাদের নেতাকর্মীরা নিহত হচ্ছেনও বেশি।শাসক দল আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংঠনগুলোর মধ্যে সংঘাত ও হত্যার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার, রাজনৈতিক গ্রুপিং, কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্ব, নির্বাচন এবং দখলচাঁদাবাজি। চলতি বছরের এই প্রবণতা আরো তীব্র হচ্ছে। আসকের সাধারণ সম্পাদক ও মানবাধিকার কর্মী নূর খান মনে করেন, রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতার কারণে রাজনৈতিক সংঘাতসংঘর্ষ বাড়ছে। আর আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও হত্যাকাণ্ডের মূলে আছে ভাগবাটোয়ারা। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যার যার প্রভাব বলয় তৈরি করছে। সামনে জাতীয় নির্বাচনের জন্যও আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলো তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব সংহত করতে চায়। এর বাইরে দখল, চাঁদাবাজি তো আছেই। তিনি বলেন, এবার জাতীয় নির্বাচনের আগেই নির্বাচনি সংঘাত শুরু হয়েছে। কারণ শাসক দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা মনে করছেন তারা মনোনয়ন পেলেই নির্বাচিত হবেন। তাই আগেই তারা তাদের অবস্থান নিশ্চিত করতে শক্তি প্রয়োগ করছে। রাজনীতি এখন পুরোপুরি নীতিহীনদের দখলে চলে গেছে। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। তার কথা, রাজনৈতিক দল ঠিক না হলে একা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এগুলো থামাতে পারবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, সমাজ ও অপরাধ বিশ্লেষক ড. তৌহিদুল হক মনে করেন, শাসক দলের মধ্যে এই সংঘাত ক্ষমতার জন্য। নির্বাচনে সুনিশ্চিত জয়ের সংস্কৃতি প্রতিপক্ষকে দমনের রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে। আর জয় লাভ করলে উন্নয়নের টাকাসহ নানা স্বার্থ তার দখলে থাকে। তাই নিজের দলের হলেও প্রতিপক্ষকে সহ্য করতে চায় না কেউ। যার ফলে আধিপত্য বিস্তারের জন্য এই দ্বন্দ্ব আর সংঘাত। আধিপত্য বিস্তার, আর সবকিছু নিজের দখলে রাখার সংস্কৃতি এই সংঘাত আরও বাড়াবে। আর সার্বিক রাজনৈতিক সংঘাতের পিছনেও আছে ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি। এখানে আদর্শিক কোনো রাজনীতি নাই। তাই রাজনীতিতেও সংঘাত বাড়ছে। এটা অংশগ্রহণমূলক ও জনসম্পৃক্ত রাজনীতির জন্য বড় বাধা। বলেন ড. তৌহিদুল হক।

সাগরের লঘুচাপ ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেওয়ার আশঙ্কা

ঢাকা ঃ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, বঙ্গোপসাগরে থাকা সুস্পষ্ট লঘুচাপটি আজই নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। লঘুচাপটি আছে দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগর ও এর কাছাকাছি দক্ষিণ আন্দামান সাগরে।এটি আরও ঘণীভূত হতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুননেছা সমকালকে বলেন, 'দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরে দুদিন আগে একটি ঘূর্ণিচক্রের (সাইক্লোনিক সার্কুলেশন) সৃষ্টি হয়, যা লঘুচাপে পরিণত হয়েছে। লঘুচাপ তৈরির পর সুস্পষ্ট লঘুচাপ, নিম্নচাপ, গভীর নিম্নচাপ ধাপ পেরিয়ে তবেই ঘূর্ণিঝড় হবে। আজ মঙ্গলবার এটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এর গতিপ্রকৃতি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।' ভারতীয় আবহাওয়া অফিস তাদের পূর্বাভাসে বলেছে, আজ মঙ্গলবার নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার পর বুধবার ঘূর্ণিঝড়ের রূপ পেতে পারে ওই ঘূর্ণিবায়ুর চক্র। প্রথম দিকে উত্তর উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলেও ১১ মে ঘূর্ণিঝড়টি ধীরে ধীরে বাঁক নিয়ে উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে বাংলাদেশমিয়ানমার উপকূলের দিকে অগ্রসর হতে পারে। এদিকে মঙ্গলবারের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে রাজশাহী, নেত্রকোনা, খুলনা, চুয়াডাঙ্গা এবং কুষ্টিয়া জেলার ওপর দিয়ে তাপপ্রবাহ এবং দেশের অন্যত্র মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। আরও দুদিন এমন তাপপ্রবাহ থাকতে পারে। শনিবারের পর থেকে তাপমাত্রা কমতে পেতে পারে এবং বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন আবহাওয়া পূর্বাভাস মডেল বিশ্লেষণ করে কানাডার সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া ও জলবায়ু বিষয়ক পিএইচডি গবেষক মোস্তফা কামাল পলাশ বলেন, 'ঘূর্ণিঝড় মোখা ভোলা থেকে কক্সবাজার জেলার মধ্যবর্তী স্থান নিয়ে উপকূলে আঘাত হানার আশঙ্কা আছে। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রের অগ্রভাগ উপকূলে আঘাত শুরু করার সম্ভাব্য সময় ১৪ মে (রোববার) দুপুরের পর থেকে মধ্য রাতের মধ্যে। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র উপকূল অতিক্রম করার সম্ভাব্য সময় ১৪ মে দিবাগত রাত ১২টা থেকে ভোর ৬টা। ঘূর্ণিঝড় মোখার পেছনের অর্ধেক অংশ উপকূলে অতিক্রম করার সম্ভাব্য সময় ১৫ মে ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত। উপকূলে আঘাত করার সময় এটি অত্যন্ত তীব্র হতে পারে।' এদিকে সাগরে যখন ঝড়ের জন্ম হচ্ছে, দেশের অধিকাংশ এলাকায় বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ। এ বিষয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ এ কে এম নামজুল হক বলেন, তিনটি কারণে তাপমাত্রা বাড়ছে। এক হচ্ছে এপ্রিল ও মে মাস দেশের উষ্ণ মাস। গত এপ্রিলে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি হয়েছে। এ দুই মাসের বৈশিষ্ট্যের কারণেই এখন গরম বেশি। গরম হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো কম বৃষ্টি হওয়া। মে মাসের শুরুতে দেশের বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু বৃষ্টি হলেও গত দুই দিন বৃষ্টি একেবারেই কম হওয়ায় গরম বাড়ছে। গরম বেড়ে যাওয়ার তৃতীয় কারণ হিসেবে নাজমুল হক সাগরে সৃষ্ট লঘুচাপের কথা বলেন। তাঁর মতে, এখন সাগর থেকে হাওয়া আসছে না বরং ভূপৃষ্ঠের হাওয়া সাগরের দিকে ছুটছে। আর এ কারণে গরম বেশি। আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ খন্দকার হাফিজুর রহমান আজ মঙ্গলবার সকালে বলেন, 'সুস্পষ্ট লঘুচাপটি আরও ঘনীভূত হতে পারে। আর আজই এটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।' আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মো. আজিজুর রহমান ২ মে প্রথম আলোকে বলেছিলেন, '৮ থেকে ৯ মের মধ্যে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে।

সম্পাদকীয়

ইউক্রেনের কয়েকটি শহরে আরো রুশ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা

ইউক্রেনে গত ২৪ ঘন্টায় রুশ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় কমপক্ষে তিন জন বেসামরিক লোক নিহত এবং ১৪ জনেরও বেশি আহত হয়েছে। ইউক্রেনের মোট দশটি এলাকায় সবশেষ এই আক্রমণগুলো চালানো হয়। মস্কোয় ক্রেমলিনের ওপর দুটি ড্রোন বিধ্বস্ত হবার পর থেকে সপ্তাহখানেক সময়ের মধ্যে এটি ছিল চতুর্থ দফা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা। রাজধানী কিয়েভে এসব হামলায় বেশ কিছু অ্যাপার্টমেন্ট ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এতে পাঁচজন আহত হয়েছে বলে শহরটির মেয়র জানিয়েছেন। অন্যদিকে দক্ষিণের বন্দরনগরী ওডেসায় আক্রান্ত হয়েছে একটি গুদাম, সেখানে একজন নিরাপত্তা রক্ষীর মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া খারকিভ, খেরসন ও মিকোলায়েভ থেকেও বিস্ফোরণের খবর দিয়েছেন কর্মকর্তারা। ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বলছে, মধ্যরাতের পর থেকে চার ঘন্টা ধরে এসব আক্রমণ চালানো হয়। সারা ইউক্রেন জুড়ে ১৬টি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়। ইউক্রেনের বাহিনী বলছে, বিভিন্ন শহর ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে ৬১টি বিমান হামলা এবং ৫২টি রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে।

কর্মকর্তারা আরো জানান, প্রায় ৩৫টি ইরানেতৈরি শাহেদ ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে। এমন এক সময় এ আক্রমণগুলো ঘটেছে যখন ইউক্রেন আগামী দিনগুলোতে কোন এক সময় রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযান শুরু করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে মস্কোতে মঙ্গলবার অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন রুশ বিজয়ের বার্ষিকী উদযাপনের জন্য প্রস্তুতি চলছে। ইউক্রেনের একজন কর্মকর্তা বলছেন, জাপোরিশার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকটবর্তী শহরের বাসিন্দাদের বাড়ির ছেড়ে যাবার জন্য রাশিয়া নির্দেশ দেবার পর সেখানে ব্যাপক আতংক তৈরি হয়েছে। কিয়েভের বাহিনীর সম্ভাব্য পাল্টা অভিযানের জল্পনার মধ্যেই এ নির্দেশ দেয়া হয়। এর পর রাস্তায় ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে গাড়ির দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। জাপোরিশা অঞ্চলের ১৮টি বসতির লোকজনকে অন্যত্র চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। এর মধ্যে এনারহোডার নামে একটি বসতি রয়েছে – যা জাপোরিশার পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছেই। জাতিসংঘের পারমাণবিক নজরদারি সংস্থা আইএইএ'র পরিচালক রাফায়েল গ্রসি বিবিসিকে বলেছেন, এই নির্দেশ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটির আশপাশে রুশ ও ইউক্রেনীয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হতে পারে। সংস্থাটি বলেছে, এখানে একটি গুরুতর পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। রাশিয়ার ভাড়াটে যোদ্ধা বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন বলেছেন – তিনি কয়েকদিন আগে তার বাহিনীকে আরো গোলাবারুদ দেবার জন্য যে দাবি জানিয়েছিলেন – মস্কো তা মেনে নিয়েছে। শুক্রবার তিনি বলেছিলেন, আরো গোলাবারুদ না দেয়া হলে তিনি বাখমুট থেকে তার বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেবেন। তবে রোববার মি. প্রিগোশিন বলেন, ওই শহরে লড়াই চালানোর জন্য যে সরবরাহ দরকার তা মস্কো দিতে রাজি হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার মি. প্রিগোশিন এক ভিডিও বার্তা দেন – যাতে তার চারপাশে ওয়াগনার বাহিনীর বহু যোদ্ধার লাশ দেখা যায় – এবং তাতে তিনি গালাগালি-পূর্ণ ভাষায় তার রুশ সহযোগীদের আক্রমণ করেন। রুশ সেনাবাহিনী এবং ওয়াগনার গ্রুপের যোদ্ধারা মিলে কয়েক মাস ধরে পূর্ব ইউক্রেনের বাখমুট শহরটি দখল করার চেষ্টা করছে। পশ্চিমা কর্মকর্তারা ধারণা করছেন এই যুদ্ধে হাজার হাজার রুশ সৈন্য ও ওয়াগনারের যোদ্ধা নিহত হয়েছে।

সুদানে যুদ্ধ বন্ধের মীমাংসায় সৌদিদের যে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়তে হচ্ছে

সুদানের যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য সৌদি এবং মার্কিন কূটনীতিকদের কথা বলতে হচ্ছে বিবদমান দুই নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে আসা জেনারেলদের সাথে। দুই পক্ষই তিন জনের একেকটি প্রতিনিধিদল জেদ্দায় পাঠিয়েছে। বৈঠকের মূল এজেন্ডা হলো মানবিক সংকট নিরসনে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি যেখানে যুদ্ধবিরতি কাজ করছে কিনা তার নজরদারির ব্যবস্থা থাকবে এবং ত্রাণ-সাহায্যের নিরাপদ করিডোরের নিশ্চয়তা থাকবে।

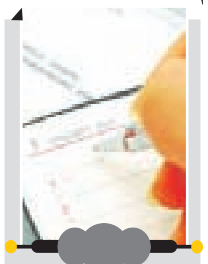

সৈয়দ মীর
প্রাবন্ধিক

কোনো পক্ষই এখন সংকটের রাজনৈতিক সমাধান নিয়ে মীমাংসায় বসতে প্রস্তুত নয়। যেসব নাগরিক সংগঠন এবং গোষ্ঠীর আন্দোলনে চার বছর আগে ওমর আল-বশিরের দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসনের পতন হয়েছিল, তারা এখন শুধুই নীরব দর্শক।

কিন্তু সুদানের দুই জেনারেলকে এখন এমনকি একটি সোজাসাপ্টা যুদ্ধবিরতিতে রাজী করানোটাও সহজ হবেনা।

সেনাপ্রধান জে. আব্দেল ফাতাহ আল বুরহান দাবি করবেন তিনিই দেশের বৈধ প্রতিনিধি, আর তার প্রতিপক্ষ জে. মোহামেদ হামদান দাগালো, যিনি হেমেটি নামে বেশি পরিচিত, একজন বিদ্রোহী।

কিন্তু হেমেটি – যিনি কার্যত জে. বুরহানের ডেপুটি ছিলেন – সমান মর্যাদা দাবি করবেন। তিনি চাইবেন একটি স্থিতাবস্থা – যাতে তার আধা-সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) রাজধানী খার্তুমের সিংহভাগ এলাকার নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে।

ফলে, এই দুই জেনারেলকে একটি আপোষে রাজী করানো খুবই কঠিন একটি কাজ হতে পারে।

মধ্যস্থতাকারীদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে দুই পক্ষের আস্থা অর্জন, তাদের ভরসা দেওয়া যে আপোষ করলে তাদের কেউই বিপদগ্রস্ত বা দুর্বল হয়ে পড়বেনা।

কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা যেটা হতে পারে তা হলো দুই পক্ষই দাবি করবে ভবিষ্যতে সুদানের রাজনৈতিক মীমাংসায় যেন তারাই প্রাধান্য পায় এবং সেই মীমাংসা আলোচনার এজেন্ডা যেন তাদের সুবিধামত হয়।

বুরহান বা হেমেটি এবং সুদানের আরব প্রতিবেশীরা একটি বিষয়ে একমত যে তাদের কেউই এখন সুদানে গণতান্ত্রিক কোনো সরকার চায়না – যে সম্ভাবনা নিয়ে লড়াইয়ের আগে কথা হচ্ছিল।

২০১৯ সালে বশিরের পতনের পর থেকে এই দুই জেনারেলই সুদানের ক্ষমতায় এবং এই ক্ষমতা ছাড়তে তারা নারাজ।

ফলে, বেসামরিক যে জনগণ একটি গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য ২০১৯ সালে বশিরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে প্রধান ভূমিকা রেখেছিল – তারা কিছুই পাইনি।

দুই জেনারেলের মধ্যে আরেকটি বিষয়ে ঐক্যমত্য রয়েছে – যুদ্ধাপরাধের প্রসঙ্গটি যেন চিরতরে মুছে ফেলা হয়।

সুতরাং, জেনারেলদের নিয়ে এই বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে একটি শান্তি চুক্তি হয়তো হবে কিন্তু তার ফলে সুদানের গণতান্ত্রিক একটি সরকার প্রতিষ্টার সম্ভাবনা কয়েক বছর পিছিয়ে যাবে।

আর যদি যুদ্ধবিরতির কোনো চুক্তি করা না যায়, তাহলে রাষ্ট্র হিসাবে সুদান ভেঙে পড়বে।

আবদাল্লাহ হামদক – ২০২১ সালে সেনা অভ্যুত্থানের আগে যিনি সুদানের অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষমতা ভাগাভাগির সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন – বলেছেন তার দেশের নতুন এই যুদ্ধ সিরিয়া বা ইয়েমেনের চেয়েও মারাত্মক রূপ নিতে পারে।

সুদানের এই যুদ্ধ কীভাবে গৃহযুদ্ধে পরিণত হতে পারে তা নিয়ে অনেকেই ভয়ংকর সব সম্ভাবনার কথা বলতে শুরু করেছেন।

লড়াইয়ের শুরুর দিকে ক্রুদ্ধ সামরিক কম্যান্ডাররা – সেনাবাহিনীর জেনারেলরা এবং বিদ্রোহীরা – একপক্ষ অন্যপক্ষকে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করতে চেয়েছে।

আরএসএফের প্রতিষ্টার সাথে দারফুরের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তাদের অনেক যোদ্ধার বিরুদ্ধে এমন সব নৃশংসতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে যেগুলোকে আন্তর্জাতিক আদালত বা আইসিসি গণহত্যা বলে অভিহিত করেছে।

তেমন নৃশংসতা আমরা সুদানে আগেও দেখেছি যখন ১৯৮৩ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় বা তারও ২০ বছর আগে দারফুরে বা ২০১১ সালে যখন দক্ষিণ সুদান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দক্ষিণ সুদানে ২০১৩ সালের গৃহযুদ্ধে এমনটা দেখা গেছে।

গত ১৫ই এপ্রিল যখন সেনাবাহিনী এবং আরএসএফের মধ্যে লড়াই বাঁধে, একপক্ষ আরেক পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করে।

রাজধানীতে একপক্ষ অন্যের কৌশলগত অবস্থানে নির্বিচারে গোলাবর্ষণ শুরু করে। শহর এবং শহরের বাসিন্দাদের ওপর তার পরিণতি নিয়ে তারা বিন্দুমাত্র ভাবেনি।

আগেও সুদানের যুদ্ধগুলোতে দেখা গেছে দ্রুত না থামতে পারলে তা বিস্তৃত হয়। দুপক্ষ তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তি বাড়াতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে। স্থানীয় সশস্ত্র বিভিন্ন গোষ্ঠীকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করে। বিদেশীদের কাছ থেকে সাহায্য-সমর্থনের চেষ্টা শুরু করে।

সুদানে এখন তেমন একটি পরিস্থিতি চোখে পড়ছে।

যে কোনও লড়াইতেও দুই পক্ষই দীর্ঘ সময়ের জন্য সমানভাবে শক্তি ধরে রাখতে পারেনা। তাদের অস্ত্র-সরঞ্জাম, টাকা-পয়সায় টান পড়ে। পুষিয়ে নিতে তারা তখন অন্যের সাথে বোঝাপড়া করে।

সুদানেও এখন দেখা যাবে বাইরের বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী একেকটি পক্ষ নিয়ে লড়াইতে সামিল হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আত্মরক্ষায় অস্ত্র তুলে নেবে। বিদেশী বিভিন্ন শক্তি এই সংঘর্ষে জড়িত হবে।

এখনই সেসব লক্ষণ চোখে পড়তে শুরু করেছে। বিশেষ করে হেমেটির জন্মস্থান দারফুরে পরিস্থিতি আবারো অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে।

শুধুমাত্র জাতিগোষ্ঠীর বিবেচনায় বেসামরিক লোকজনকে হামলার টার্গেট করা হচ্ছে।

এ ধরণের নৃশংসতা খুবই বিপজ্জনক কারণ এতে দ্রুত প্রতিহিংসা ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তী পর্যায়ে যা দেখা যেতে পারে তা হলো সংঘাত পুরো সুদানে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তার ফলে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন বিরোধ জন্ম নিচ্ছে।

আরো দেখা যাবে অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত বিভিন্ন স্থাপনা যেমন সড়ক, বিমানবন্দর, সোনার খনি এবং ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র দখলে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী তৎপর হয়ে উঠেছে।

দারফুরে ২০০৩-২০০৪ সালে এমন নৃশংস লড়াই এবং গণহত্যা হয়েছে। পুরো অঞ্চলে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছিল তখন।

সেসময় আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘের যৌথ এক মিশনের প্রধান মন্তব্য করেছিলেন সবাই সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

এই ধরনের অরাজক রাজনৈতিক আবহ হেমেটির খুবই পছন্দ। টাকা-পয়সা এবং সহিংসতা ছড়িয়ে শক্ত ভিত্তি তৈরিতে সে পারঙ্গম।

একসময়কার দারফুরের মত পুরো সুদানের জন্য এখন এমনই এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যপট তৈরির আশংকা তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং সৌদি মধ্যস্থতাকারীরা বেশ উঁচু পর্যায়ের এবং তারা কোনো একটি পক্ষকে বিশেষভাবে সমর্থন করছেন না, যেমনটা করছে বেশ কটি গুরুত্বপূর্ণ আরব দেশ। মিশর সমর্থন করছে জে বুরহানকে, অন্যদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে হেমেটির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিচ্ছে। তাতে দুই জেনারেল যে দমবে সে সম্ভাবনা কম। ১৯৮৯ থেকে দীর্ঘদিন ধরে সুদানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেদেশে সেনাবাহিনীর ব্যবসা বাণিজ্য ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

দুই জেনারেলকে কাবু করতে এখন প্রয়োজন আন্তর্জাতিক ঐকমত্য। চীন এবং রাশিয়াসহ গুরুত্বপূর্ণ সব দেশকে এই যুদ্ধের বিপক্ষে ভূমিকা নিতে হবে।

জাতিসংঘের আফ্রিকান সদস্যদের এখতিয়ার রয়েছে বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে নিয়ে যাওয়ার, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

লড়াই শুরুর পরদিনই আফ্রিকান ইউনিয়ন জোট তাদের নিরাপত্তা কমিটির একটি বৈঠক ডেকেছিল, কিন্তু সৌদি-মার্কিন উদ্যোগের সাথে তারা নেই।

কিন্তু যত দিন যাচ্ছে এই সংঘাত আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। পুরোপুরি অস্ত্রবিরতি এখন খুবই কঠিন। বিভিন্ন আঞ্চলিক সশস্ত্র গোষ্ঠী যদি তৎপর হয়ে ওঠে তাহলে সেকাজ আরো জটিল হয়ে পড়বে।

সুদানে এবার যেটা নজিরবিহীন তা হলো লড়াইয়ের মূল মঞ্চ – খার্তুম। এর আগে বিভিন্ন সংঘাতে মানবিক সংকট তৈরি হয়েছে প্রধানত রাজধানীর বাইরে, বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায়।

নগরের মানুষদের কাছে বিভিন্ন সেবা অপরিহার্য – বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন। ফলে, টাকা-পয়সার জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর শাখা বন্ধ। ফলে লেনদেনের জন্য অনেক মানুষের এখন একমাত্র ভরসা মোবাইল ব্যাংকিং। বহু মানুষ কপর্দকহীন হয়ে পড়েছে।

জাতিসংঘ এবং বিদেশি ত্রাণ কর্মীরা পালিয়ে যাওয়ায় শূন্যস্থান পূরণে বাসিন্দারা স্থানীয়ভাবে কমিটি তৈরি করে জরুরী ত্রাণ বা শহর থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

অনেক সুদানি মনে করছে প্রয়োজনের সময় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের ত্যাগ করেছে। তাদের ভরসা এখন স্থানীয় এসব নাগরিক কমিটি।

ফলে, আশংকা দেখা দিয়েছে যুদ্ধবাজ গোষ্ঠী নেতারা খাবার এবং ত্রাণ কাজে লাগিয়ে ফায়দা লুঠতে পারে।

সুদানের এই লড়াইয়ের সহজ কোনো সমাধান নেই। বরঞ্চ পরিস্থিতি ভালো হওয়ার চেয়ে আরও খারাপের দিকে যেতে পারে।

ফলে সৌদি আরবে এই যুদ্ধবিরতির মীমাংসা বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত হয়, কারা এই মীমাংসা বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করছে, কোন শর্তে করছে, তাদের এজেন্ডা কি – তার ওপরে নির্ভর করছে আগামী বছরগুলোতে সুদানের পরিণতি কী দাঁড়াবে।

সাময়িকী

'কালবেলা'র স্রষ্টা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের প্রয়াণ

মানসী
কলামিস্ট

বাংলা ভাষার অগ্রগণ্য ও জনপ্রিয় লেখক সমরেশ মজুমদার সোমবার বিকেলে কলকাতায় প্রয়াত হয়েছেন। 'কালবেলা', 'কালপুরুষ' ও 'উত্তরাধিকারে'র ট্রিলজি অথবা দৌড়, গর্ভধারিণীর মতো উপন্যাস তাঁকে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী জায়গা করে দিয়েছিল।

দীর্ঘ অসুস্থতার পর কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে এদিন সন্ধ্যা পৌনে ছ'টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। হাসপাতালের রেকর্ড অনুযায়ী মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

তিনি ভারতের সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন, ১৯৮২ সালে পেয়েছিলেন আনন্দ পুরস্কারও। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তাঁকে 'বঙ্গবিভূষণ' খেতাবে সম্মান জানিয়েছিল।

অ্যাপোলো হাসপাতালের জারি করা একটি মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, 'স্ট্রোক' ও 'বালবার প্যালসি' থেকে শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এছাড়া তাঁর বহুদিন ধরেই সিওপিডি, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া ও মায়াসথেনিয়া গ্র্যাভিসেরও সমস্যা ছিল। ওই হাসপাতালে তিনি গত ২৫শে এপ্রিল ভর্তি হয়েছিলেন।

সমরেশ মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪২ সালের ১০ই মার্চ। তার শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের গয়েরকাটা চা বাগানে। ডুয়ার্সের জল-জঙ্গল ও চা-বাগানের জীবন তাঁর বহু গল্প ও উপন্যাসে উঠে এসেছে।

জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল থেকে শিক্ষা শেষ করে তিনি কলকাতায় আসেন ১৯৬০ সালে। বাংলায় স্নাতক সম্পন্ন করেন কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে এবং এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর প্রথম গল্প 'অন্য মাত্রা' লেখাই হয়েছিলো মঞ্চনাটক হিসাবে, আর সেখান থেকেই তার লেখকজীবনের শুরু। সেই লেখাটি ছাপা হয়েছিলো দেশ পত্রিকায়, ১৯৬৭ সালে। সমরেশ মজুমদারের প্রথম উপন্যাস 'দৌড়' ছাপা হয়েছিলো ওই একই পত্রিকায়, ১৯৭৫ সালে।

সমরেশ মজুমদারের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে সাতকাহন, তেরো পার্বণ, স্বপ্নের বাজার, উজান, গঙ্গা, ভিক্টোরিয়ার বাগান, আট কুঠুরি নয় দরজা, অনুরাগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তবে বাংলা সাহিত্যের পাঠক তাঁকে সবচেয়ে বেশি মনে রেখেছেন উত্তরাধিকার, কালবেলা ও কালপুরুষের ট্রিলজির জন্য।

নকশাল আমলের প্রেক্ষাপটে লেখা 'কালবেলা'র চরিত্র অনিমেষ ও মাধবীলতা সমরেশ মজুমদারের অনন্য এক সৃষ্টি বলেই গণ্য করা হয়, যা অসংখ্য পাঠকের ভালবাসা ও সমাদর পেয়েছে।

১৯৮২ সালে তিনি আনন্দ পুরস্কার, ১৯৮৪ সালে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার এবং বঙ্কিম পুরস্কার লাভ করেছিলেন। সোমবার রাতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের প্রয়াণে তাঁর শোক জ্ঞাপন করেন।

রাজ্য সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের জারি করা ওই শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমরেশ মজুমদার ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাকার।

তিনি আরও জানান, সমরেশ মজুমদারের প্রয়াণে সাহিত্য জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি হল।আমি সমরেশ মজুমদারের আত্মীয়-পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।''

জানা অজানা

উপদ্রুত মণিপুর থেকে পালাচ্ছেন ভিন রাজ্যের লোকজন, শরণার্থীর ঢল মিজোরামে

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উপদ্রুত মণিপুর থেকে দেশের অন্য রাজ্যের বাসিন্দাদের জরুরি ভিত্তিতে সরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বিভিন্ন রাজ্যের সরকার। বিশেষ বিমানে তাদের নিরাপদে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। এছাড়াও হিংসাকবলিত মণিপুর থেকে প্রায় ছশো মানুষ পার্শ্ববর্তী মিজোরামে আশ্রয় নিয়েছেন, যারা প্রায় সবাই কুকি-চিন-মিজো জনগোষ্ঠীর মানুষ। ভারতের যে সব রাজ্য মণিপুর থেকে তাদের ছাত্রছাত্রী বা লোকেদের সরিয়ে আনছে তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, সিকিম, অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা, দিল্লি বা মহারাষ্ট্র। গত বুধবার থেকে অগ্নিগর্ভ মণিপুরে পরিস্থিতি এখন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে বলে কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে। সেনাবাহিনী ও আসাম রাইফেলস মিলে রবিবার পর্যন্ত ওই রাজ্যের ২৩ হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে এনেছে। এদিকে মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খুলে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, ওই রাজ্যের মেইতেই সম্প্রদায়কে তফসিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, মেইতেই সম্প্রদায়কে ওই মর্যাদা দেওয়ার সুপারিশ করে কেন্দ্রের আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে চিঠি লিখতে হাইকোর্ট মণিপুর সরকারকে নির্দেশ দেওয়ার পর থেকেই রাজ্যে সহিংসতার সূত্রপাত হয়। ইতিমধ্যে হাইকোর্টের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মণিপুরে ক্ষমতাসীন দল বিজেপির এমএলএ ডিনগাংলুং গাংমেই সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁর সেই আবেদনের ওপর সোমবার শীর্ষ আদালতে শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। ইম্ফলে কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করতেন, পশ্চিমবঙ্গের এমন আঠারোজন ছাত্রছাত্রী সোমবার সকালে দশটা পনেরো মিনিট নাগাদ কলকাতা এয়ারপোর্টে এসে নামেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এরপরই টুইট করেন, নবান্ন কন্ট্রোল রুমে ডিসট্রেস কল পাওয়ার পরই এই ছাত্রছাত্রীদের সরকারি খরচে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পাঠকের চিঠি

মা,বাবা,শিক্ষক ও গুরু সমাজ ও দেশ কে বদলে দিতে পারে

ঘর,পরিবার,সমাজ ও দেশ ভালো হবে না খারাপ হবে তা নির্ভর করে ভাবিকালের পীড়ির উপর।আপনি আপনার ছেলে মেয়েদেরকে কি শিক্ষা দিচ্ছেন,কেমন ভাবে মানুষ করছেন ও কি সংস্কার দিচ্ছেন তার উপর সব কিছু নির্ভর করে।আজ যারা ছোটো আছে কাল তারা বড়ো হবে।কাল তারাই পরিবারের মালিক হবে,মা বাবা হবে,তারাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার,আই,এস অফিসার হবে,নেতা মন্ত্রীহবে,সমাজ সেবক,কবি লেখক,সাংবাদিক হবে।তারাই একদিন দেশ চালাবে,ঘর পরিবার চালাবে ও সমাজের কাজ করবে।

ঘর পরিবার হলো ছেলে মেয়েদের প্রথম পাঠ শালা যেখানে মা বাবা হচ্ছে শিক্ষক বা গুরু।প্রথম শিক্ষা ছেলে মেয়েরা মা বাবার কাছ থেকেই পায়।তাই প্রত্যেক মা বাবা কে সত শিক্ষা ও সংস্কার দিতে হবে ঘর থেকেই। ছেলে মেয়েদের কে মোম, মাম্মী, ডেডি, ডেড,আঙ্কেল, আন্টির পরিবর্তে মা, বাবা, কাকু, জেঠু, কাকিমা, জেঠি মা,মামী মা এই কথা গুলো বলতে শেখান যে শব্দ গুলোর মধ্যে ভক্তি,শ্রদ্ধা,সন্মান ও মধুরতা আছে।তাদের কে গুরুজন দের প্রণাম করতে শেখান,মঠ,মন্দির ও আশ্রমে নিয়ে যান, ঠাকুর দেবতাদের প্রণাম করতে শেখান।ভালো জিনিষ দেখান,ভালো কথা শুনান।তাদের কে সভ্য জামা কাপড় পরান,যাতে তাদের শরীরের দিকে তাকালে চোখ বন্দ করতে না হয়।তাদের সাথে মাতৃভাষা তে কথা বলুন ও মাতৃ ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।দেখবেন ছেলে মেয়েরা ভালো সংস্কার পাবে ও ভালো মানুষ হবে। ছেলে মেয়েদের দ্বিতীয় পাঠশালা হলো স্কুল বা বিদ্যালয় যেখানে শিক্ষক হচ্ছেন গুরু ও পথ প্রদর্শক। ছেলে মেয়েরা মা বাবার থেকেও শিক্ষক কে বেশি মানে, সন্মান করে ও তাদের কথা শুনে।তাই শিক্ষকদের অনেক বেশি দায়িত্ব থাকে ছাত্রদের কে উচিত শিক্ষা দেওয়া ও তাদের কেরিয়ারের সাথে সাথে তাদের চরিত্র নির্মাণের উপর বিশেষ ধ্যান দেওয়া।আমি তো মনে করি এই পৃথিবীতে সব থেকে কঠিন কাজ হলো শিক্ষকতা করা ও বিদ্যা বুদ্ধি দান করা।জ্ঞান দেওয়ার আগে প্রথমে তাদের জ্ঞানী হতে হবে ও তাদের চরিত্র কে ঠিক রাখতে হবে।ছেলে মেয়েদের কে কেবল বুকিশ নলেজ দিলে হবে না,নৈতিক শিক্ষা,ব্যবহারিক শিক্ষা ও তাদের দিতে হবে যাতে চরিত্র নির্মাণ হয় , একজন ভালো মানুষ ও ভালো নাগরিক তৈরি হয়। তৃতীয় পাঠ শালা হলো গুরুধাম।আমি ধর্ম জীবনের ও অধ্যাত্ম জীবনের কথা বলছি।আপনারা হয়তো বলবেন ছেলে মেয়েদের ধর্মের ও অধ্যাত্ম জ্ঞানের কি প্রয়োজন।সে সব লোক বুড়ো বয়সে করে।আগেকার দিনে গুরুকুল শিক্ষা ছিলো যেখানে মুনি ঋষি গন গুরু হয়ে ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দিতেন। সামাজিক, ব্যবহারিক, নৈতিক,অর্থকরী,শারীরিক শিক্ষার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও দিতেন।একজন পূর্ণ মানব ও আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য ভক্তি ও জ্ঞানের ও প্রয়োজন আছে।অনেকের ধারণা যে ছেলে মেয়েদের কে মঠ, মন্দির ও আশ্রমে নিয়ে গেলে তাদের লেখা পড়া খারাপ হয়ে যাবে,অন্য দিকে মন চলে যাবে।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙার কথা বলেছেন তাহলে হাতে আঠা লাগবে না।তেলটি হলো জ্ঞানওভক্তি।তিনি জ্ঞান ভক্তি অর্জন করে সংসার করার কথা বলেছেন।এই জ্ঞান ও ভক্তি সাধু,মহারাজ ও আধ্যাত্মিক গুরুর কাছে আমরা লাভ করে থাকি।সাধু,মহারাজ ও আধ্যাত্মিক গুরুদের উচিত তাদের শিষ্যদের ও অনুগামীদের উদার ও সতশিক্ষা,ও ভক্তি জ্ঞান দেওয়া শিষ্যরা যাতে তাদের ঘর,পরিবার,সমাজ ও দেশ নির্মাণের কাজে তাদের সঠিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে। এ জন্যই আমি বললাম মা,বাবা,শিক্ষক ও গুরু সমাজ ও দেশ কে বদলে দিতে পারে।

সুনীল কুমার দে,জামশেদপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরোঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

কালিকাপুরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১৬২ তম জন্ম জয়ন্তী পালিত হলো

আজ থেকে শুরু হলো বাংলা ভাষা শেখানোর ক্লাশ ও

পোটকা ঃ পূর্ব নির্ধারিত কার্য্য সুচি অনুসারে আজ ২৫ শে বৈশাখ ১৪৩০ সকাল ৯ টায় কালিকাপুর উৎক্রমিত উচ্চ বিদ্যালয়ে রাধা গোবিন্দ মন্দির সেবা সমিতির উদ্যোগে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের ১৬২ তম শুভ জন্ম জয়ন্তী ধুমধামের সাথে পালিত হলো।এই উপলক্ষে সম্মানীয় অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন কবি,লেখক,সমাজ সেবক ও মাতাজী আশ্রমের সঞ্চালক সুনীল কুমার দে,কালিকাপুরের পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য দীপক ভকত,পূর্ব জিলা পরিষদ সহ কবি করুণাময় মণ্ডল,ভক্ত ও শিল্পী কমল কান্তি ঘোষ,রামগড় আশ্রমের অধ্যক্ষ সুধাংশু শেখর মিশ্র,মূর্তিকার ও সমাজ সেবক সুবোধ গোরাই,সমাজ সেবক সনত মণ্ডল প্রমুখ।সর্ব প্রথম সমিতির পক্ষ থেকে মালা পরিয়ে অতিথীদের স্বাগত জানান হয়।তারপর সুনীল কুমার দে ও দীপক ভকত সংযুক্ত ভাবে ধুপ দীপ জ্বেলে ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন।কমল কান্তি ঘোষ রবীন্দ্র সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন।তিনি রবীন্দ্রনাথের অবদান সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।সুনীল কুমার দে স্বাগত ভাষণ দেন।তিনি সংক্ষেপে রবীন্দ্র নাথের জীবনী বলেন ও নুতন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা শেখানোর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য মন্দির কমিটি কে ধন্যবাদ জানান।সুবোধ গোরাই ঝাড়খন্ডে পুনরায় বাংলা ভাষা পড়ানো শুরু করার জন্য ঝাড়খন্ড সরকার কে নিবেদন জানান।সুধাংশু মিশ্র বলেন,,বাংলা ভাষা ঝাড়খণ্ডের বহু সংখ্যক মানুষের ভাষা ও বুনিয়াদি ভাষা।কমপক্ষে সকল সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে একটি বিষয় বাংলা পড়ানো শুরু করা হউক।করুণাময় বলেন,,রবীন্দ্র নাথ ভারতের গর্ব যিনি বাংলাতে গীতাঞ্জলি লিখে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।তাই যাদের মাতৃভাষা বাংলা তারা সবাই বাংলা শিখুন ও বাংলা বলুন।তিনি বাংলা তে একখানি কবিতা পাঠ ও করেন।সনত মণ্ডল কালিকাপুরে বাংলা শেখানোর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য মন্দির কমিটি কে ধন্যবাদ জানান ও বাংলা মনীষীদের বিষয়ে জানকারী দেন।মমতা পতি রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন।অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষী শিক্ষার্থীদের মাতাজী আশ্রম হাতা ও দীপক ভকতের পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় ও করুণাময় মণ্ডলের তরফ থেকে খাতা ও কলম দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানে নিজেদের মাতৃভাষা বাংলা কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সবাই কে আহ্বান জানানো হয় ও সংকল্প নেওয়া হয়।বাংলা ভাষা প্রতি রবিবারে সকাল ৮ থেকে ১০ টা পর্য্যন্ত নিঃশুল্ক শেখানো হবে।বাংলা ভাষা শেখাবেন পূর্ণেন্দু শেখর ভকত,তারিণী সেন দাস,বিষ্ণু পদ ভকত ও গনেশ ভকত মহাশয়।অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দীপক ভকত ও অনুষ্ঠানটিকে সঞ্চালন করেন তারিণী সেন দাস।এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুবল ভকত,পূর্ণেন্দু শেখর ভকত,হাড়িরাম ভকত,ডাক্তার বিকাশ চন্দ্র ভকত,ভীমসেন ভকত,হিমাদ্রি শঙ্কর ভকত,বঙ্কিম বিহারী করণ,তোরো মাহলি,সরস্বতী ভকত,বন্দনা কৈবর্ত্য, সুধাংশু কুমার ভকত,যতীন ভকত,সুমন সিনহা,অমল বিশ্বাস,সরদার গোপ,মুনি রাম বাস্কে,রমেশ অগ্নিহান্ত্রী ছাড়াও বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীগন আরো অনেকেই।

শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে অসমে সেবা এবং হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলকে এক করে নতুন বোর্ড গঠনের পোষকতা সরকারের

আসন্ন বিধানসভার অধিবেশনে বিল আনার সিদ্ধান্ত

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ চলিত বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে সারা রাজ্য জুড়ে বিতর্কের বন্যা বয়ে গেছে। এক্ষেত্রে সিআইডির মাধ্যমে তদন্ত অব্যাহত থাকার পাশাপাশি বহু শিক্ষক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে এই সংক্রান্তে সর্বাধিক সমালোচনা সম্মুখীন হয়েছে সেবা। রাজ্যের বিভিন্ন মহল সেবার কার্যপ্রণালী এবং যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। তবে এবার সেবা এবং হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলকে মিলিয়ে এক করে নতুন বোর্ড গঠনের পোষকতা করেছে সরকার। এক্ষেত্রে আসন্ন বিধানসভার অধিবেশনে সরকারের তরফে বিল আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া বিলুপ্ত করা হবে সেবা এবং শিক্ষা সংসদ। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সেবা সংস্কার সমিতি দাখিল করা পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ সেবা এবং হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলকে একত্রীকরণ করে এক নতুন বোর্ড গঠনের রোড ম্যাপ প্রস্তুত করেছে। তবে এক্ষেত্রে নতুন বোর্ডের নাম এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রিসভার বৈঠকে দাখিল করবেন। মন্ত্রিসভা এই নতুন বোর্ডের নামকরণ করবে। তাছাড়া এই সংক্রান্তে একটি নতুন বিল আসন্ন বিধানসভার অধিবেশনে সরকারের তরফে দাখিল করা হবে। একই সঙ্গে দ্য আসাম সেকেন্ডরি এডুকেশন এক্ট এবং দ্যা আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এক্ট বাতিল করবে সরকার। সেবা এবং শিক্ষা সংসদ সংলগ্ন করে প্রস্তাব করার নতুন বোর্ডের অধীনে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রস্তাবিত নতুন বোর্ডে থাকবেন একজন অধ্যক্ষ এবং দুইজন উপাধক্ষ। তাছাড়া এই বোর্ডে থাকবেন তিনজন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে। তবে রাজ্যের শিক্ষা মহল আজও সেবা এবং শিক্ষা সংসদের উপরে আস্থা রেখেছে। ফলে সরকারের এই পরিকল্পনা ভবিষ্যতে রাজ্যের শিক্ষা মহলে কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে এবং শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়টির ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন সেটা আগামী দিনে জানা যাবে। তবে এই সংক্রান্তে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে রোডম্যাপ প্রস্তুত করে বহুদূরে এগিয়ে গেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

ASSAM HIGHER SECONDARY EDUCATION COUNCIL — BOARD OF SECONDARY EDUCATION "তমসো মা জ্যোতির্গময়" ASSAM

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ভ্রমণ সুচি পরিবর্তন হওয়ার জন্য রাজ্যের নিযুক্তি পত্র বিতরণ অনুষ্ঠান ১১ মের পরিবর্তে ২৬ মে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জুলাই মাসে ১০ হাজার সরকারি চাকরির পদের জন্য বিজ্ঞাপন

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অসম সরকারের ১০ মে অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আগামী ১১ মে ব্যাপক সংখ্যায় একসঙ্গে নিযোগপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান আযোজন করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে যাবতীয় প্রস্তুতির ইতিমধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ করে তোলা হয়েছিল। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ভ্রমণ সুচি পরিবর্তন হওয়ার জন্য রাজ্যের নিযুক্তি পত্র বিতরণ অনুষ্ঠান ১১ মের পরিবর্তে ২৬ মে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন ১১ মের পরিবর্তে ২৬ মে নিযোগপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান আযোজন করা হলেও চাকরিতে যোগদান করার তারিখ পূর্বে ঘোষণা করা অনুযায়ী ১ জুনই থাকবে। আগামী জুলাই মাসে নতুন ১০ হাজার সরকারি চাকরির পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রসঙ্গত রাজ্য সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আগামী ১১ মে এক ব্যাপক নিযোগপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান আযোজনের পরিকল্পনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উপস্থিত থাকবেন বলেও ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছিলেন তিনি। তবে বর্তমান মনিপুরের অশান্তকর পরিস্থিতির জেরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অসম সফর পিছিয়ে গেছে। এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রীকে টেলিফোন করে তিনি স্বয়ং একথা জানিয়েছেন। তাছাড়া পরবর্তী অসম সফরের পরবর্তী তারিখ ২৬ মে নির্ধারণ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ফলে তার সফরের সময়কে ভিত্তি করে নতুনভাবে সরকারি চাকরি পাওয়া যুবকযুবতীদের নিযোগপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান আগামী ২৬ মে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন সেদিন নিযুক্তি পত্র বিতরণ করার পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যে নতুন ন্যাশনাল ফরেন্সিক সাইন্স ইউনিভার্সিটি নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। গুয়াহাটি এইমসের পাশে ১৫০ বিঘা জমিতে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে। তবে আপাতত এর যাবতীয় অধ্যায়ন গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে ক্যাম্পাসে শুরু হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে সোমবার আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন অসম সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ৯ মে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা রাজ্যে বিনিযোগের ক্ষেত্রে মৌ চুক্তিতে স্বাক্ষর হতে চলেছে। ভবিষ্যতে আরো ৭ থেকে ৮ হাজার কোটি টাকা রাজ্যে বিনিযোগে হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া আগামী ১০ মে নারায়ণপুর বিহপুরিয়াতে মাধবদেব কলাক্ষেত্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। সেদিন বিকেল চারটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর আয়ুষ্মান ভারতের পাঁচ লক্ষের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রকল্প আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করা হবে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান দুটি রিক্রুটমেন্ট কমিটি ইতিমধ্যে নিযুক্তির ফলাফল ঘোষণা করেছে। তাছাড়া শিক্ষার বিভাগের মাধ্যমিক পর্যায়ের নিযুক্তি ফলাফল ঘোষণা হয়েছে। অসম পুলিশের নিযুক্তির ফলাফলও এদিন ঘোষণা করা হলো। একইভাবে আজ মধ্যরাতে এলপি এবং এমই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিযুক্তির ফলাফল প্রকাশ পাবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন স্বাস্থ্য বিভাগের তৃতীয় বর্গ এবং চতুর্থবর্গের ফলাফল আগামী ১৪ মে এর মধ্যে প্রকাশিত হবে। ফলে আগামী ২৬ মে প্রায় ৪৫ হাজারের অধিক নিযুক্তিপত্র বিতরণ করা হবে। এই বছরের মধ্যে নগাও জেলার বড়দোয়ায় নির্মীয়মান শংকরদেবের জন্মস্থানের প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টা করা হবে। তিনি স্বয়ং আগামী এক দুই দিনের মধ্যে সেই স্থান পরিদর্শন করবেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অন্যদিকে একাংশ ব্যক্তি ওভারলেপিং নামে একটি শব্দ বাজারে ছেড়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ১ জুন থেকে ১৫ জুনের মধ্যে চাকরিতে যোগদান করার সময়সীমা থাকবে। ফলে ১৫ জুনের পরেই যাবতীয় তথ্য পরিস্কার হয়ে যাবে। তবে চার থেকে পাঁচ শতাংশ এর বেশি ওভারলেপিং থাকবে না। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন একজন ব্যক্তি এসিএস পদে চাকরিতে যোগদান করা আইএসএ সুযোগ পেলে স্বাভাবিক ভাবেই আগের চাকরি ছেড়ে চলে যাবেন। ফলে এখানে ওভারলেপিং এর কোন প্রশ্নই উত্থাপন হয় না। ইতিমধ্যে সরকার নিযুক্ত দেওয়া ৪১৯৯০ পদের চাকরিতে ১ শতাংশও ওভারলেপিং নেই বলে দৃঢ় সুরে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সংখ্যা হিসেবে নয় ব্যক্তি হিসেবে যখন এক লক্ষ নিযুক্তি দেওয়া সম্পন্ন হবে প্রত্যেকের নাম নম্বর সহ একটি ডাইরেক্টরি প্রকাশ করা হবে বলে জানালেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কৃষি, শিক্ষা সহ বিভিন্ন বিভাগে ১০ হাজার পদে নিযোগের জন্য আগামী জুলাই মাসে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করবে সরকার। তিনি বলেন প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ সরকারের আমলে এফআরবিএম আইন ২০০৫ প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই আইনের অধীনে নিযোগের ক্ষেত্রে ওয়েটিং লিস্ট প্রস্তুত করলেই তিন বছরের কারাদণ্ডের শাস্তির প্রস্তাব রয়েছে। এর ফলেই নিযুক্তির ক্ষেত্রে সরকার ওয়েটিং লিস্ট ব্যবস্থা শুরু করতে পারছে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে মনিপুরে অব্যাহত থাকা উত্তপ্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন অসমের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তবে দু চারজন ছাত্র মনিপুরে থাকতে চেয়েছেন। কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুরে মনিপুর থেকে প্রায় দুই হাজার পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল। তবে আগামীকাল থেকে তাদের মণিপুরে ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

পুলিৎজার পেল নিউ ইয়র্ক টাইমস

নিউ ইয়র্ক ঃ ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের খবর করে নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং তদন্তমূলক সাংবাদিকতা করে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল পুলিৎজার পেল।

এছাড়া লস এঞ্জেলস টাইমস ব্রেকিং নিউজের জন্য পুলিৎজার পেয়েছে। ওয়াশিংটন পোস্ট পেয়েছে জাতীয় খবরের জন্য। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ফেডারেল এজেন্সির প্রচুর অফিসার বা আধিকারিকের আর্থিক বিষয়ে স্বার্থের সংঘাতের খবর করেছিল। তার জন্য তারা পুলিৎজার পেয়েছে। লস এঞ্জেলস টাইমসের ব্রেকিং নিউজে এক শহরের আধিকারিকের বর্ণবাদী মন্তব্যের রেকর্ড করা অডিও প্রচার করা হয়। ওয়াশিংটন পোস্ট পুলিৎজার পেয়েছে গর্ভপাত নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পর ওই বিষয়ে তাদের রিপোর্টিংয়ের জন্য।

নিউ ইয়র্ক টাইমস রাশিয়ার ইউক্রেনে আগ্রাসন নিয়ে আন্তর্জাতিক কভারেজের জন্য পুলিৎজার পেয়েছে। এই ক্ষেত্রে রয়টার্সের দলও ফাইনালে উঠেছিল। নাইজেরিয়ার সেনা যেভাবে জঙ্গি দমনের নামে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, তার রিপোর্টিং করেছিল রয়টার্সের টিম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিৎজার জিতে নেয় নিউ ইয়র্ক টাইমস।

পাবলিক সার্ভিস বা জনসেবার জন্য এপি পুলিৎজার পেয়েছে। স্থানীয় খবরের জন্য মিসিসিপি টুডের সাংবাদিক অ্যানা উলফে পুলিৎজার পেয়েছেন।

১৯১৭ সালে প্রথমবার পুলিৎজার দেয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পুলিৎজারই সবচেয়ে বড় সম্মান।

গুয়াহাটি মহানগরে 'সক্ষম ২০২৩' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন রাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটারিয়ার

জীবাশ্ম ইন্ধন সংরক্ষণ এবং নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসর উপরে নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ পেট্রোলিয়াম জাতীয় সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য বিশেষ সজাগতমূলক অভিযানকে সক্ষম ক্ষমতা মহোৎসব হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। সক্ষম ক্ষমতা মহোৎসব সংক্ষেপে 'সক্ষম ২০২৩' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন রাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটারিয়া। সারা রাজ্য জুড়ে 'সক্ষম ২০২৩' এর নানা কার্যসূচি ইতিমধ্যে অব্যাহত রয়েছে। গত ২৪ এপ্রিল শুরু হওয়াএই কার্যসূচির অন্ত পড়েছে ৮ মে।

গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের মাধব দেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে আযোজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিতে হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অসমের রাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটারিয়া। তাছাড়া অনুষ্ঠানে তেল উদ্যোগের রাজ্য পর্যায়ের সমন্বয়ক তথা আইওসিএল এর কার্যাবলী সঞ্চালক এবং রাজ্যের প্রধান জি রমেশ উপস্থিত থেকে প্রত্যেককে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি নিজের বক্তব্যে পেট্রোলিয়াম সংরক্ষণের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া এই অনুষ্ঠানে অসমীয়া, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় সক্ষম প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছে।

মুখ্য অতিথি বিশেষ হিসেবে উপস্থিত থেকে অসমের রাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটারিয়া নিজের বক্তব্যে দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাওয়া শক্তির চাহিদার পটভূমিতে দেশের খারুয়া তেলের প্রযোজনে তো পূরণের জন্য আমদানির প্রতি অধিক নির্ভরশীলতার উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন জীবাশ্ম ইন্ধন সংরক্ষণ এবং নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসর উপরে নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। রাজ্য সরকার ইলেকট্রিক বাহনের প্রচারের জন্য গ্রহণ করা পদক্ষেপ গুলোর উপরে গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন নবীকরণ যোগ্য শক্তির উৎসর জন্য অধিক থেকে অধিক প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য আগামী দিনে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাছাড়া উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আইওসিএল কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন তিনি। সক্ষম ২০২৩ এর অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া কার্যসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এই সংরক্ষণ অভিযানকে প্রত্যেকের জীবনের অঙ্গ হিসেবে রূপান্তরিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলকে আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটারিয়া।

উল্লেখ্য সক্ষম ২০২৩ চলাকালীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যসূচি, কারিগরি আলোচনা চক্র, কর্মশালা, দলীয় আলোচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা, সাইক্লোথন, ওকাখন, ই বাহন রেলি, এলপিজি পঞ্চায়েত, ইন্ধন ক্ষমতা সম্পন্ন রন্ধন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যসূচি সরকারি খন্ডের জন্য আযোজন করা হয়েছে।

ম্যানসিটি বনাম রেয়াল মাদ্রিদের লড়াইয়ে আলোচিত পাঁচটি বিষয়

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ মঙ্গলবার রাতে মুখোমুখি হচ্ছে বিশ্বের দুই শীর্ষ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি এবং রেয়াল মাদ্রিদ। ইউয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে মাদ্রিদের মাঠ সান্তিয়াগো বার্ন্যাবুতে সময় রাত ১ টায় শুরু হবে খেলা। এই ম্যাচ ঘিরে বিশ্বজুড়ে ফুটবল অনুসারীদের মধ্যে তুমুল আলোচনা চলছে।
দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বুধবার রাতে মুখোমুখি হবে ইতালির এসি মিলান ও ইন্টার মিলান, যে দুটো দলই নিজেদের হারানো জৌলুস ফিরে পাওয়ার লড়াই করছে। তবে ম্যান সিটি এবং রেয়াল মাদ্রিদ এখন ফুটবলের বর্তমান।
দারুণ সব ফুটবলার, বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিভাবান সব তরুণ এবং দুজন মাস্টারমাইন্ড কোচ, যারা ফুটবল বিশ্বে সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত।
ফলে আজ রাতে জমজমাট এক ম্যাচ হতে যাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
হালান্ড জার্মান ফুটবল মাতিয়ে এখন ইংল্যান্ডের লিগে সর্বকালের সেরা হওয়ার পথে আছেন।
এর্লিং হালান্ডকে থামাতে পারবে মাদ্রিদ?
অনেকের কাছে এ কথা অবিশ্বাস্য লাগতে পারে, কিন্তু এর্লিং হালান্ডকে কিনতে ম্যান সিটির মাত্র পাঁচ কোটি ১০ লাখ পাউন্ড খরচ করতে হয়েছে। তিনি ইতোমধ্যে ৪৬ ম্যাচে ৫১টি গোল করেছেন, ভেঙেছেন বেশ কয়েকটি রেকর্ড। যদিও এখনো আট ম্যাচ বাকি আছে মৌসুমের।
চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও চলতি মৌসুমে তার গোল সংখ্যা ১২টি। রেয়াল মাদ্রিদের কোচ কার্লো আনচেলত্তি বলছেন, হালান্ড একটা হুমকি। খুব, খুব বিপদজনক ফুটবলার সে, চমৎকার সব গুণ তার এবং সে একজন গোল শিকারি।
ইউরোপিয়ান ফুটবলে অনেক ঘরানার স্ট্রাইকার দেখা গেছে কিন্তু হালান্ড বিধ্বংসী এবং অপ্রতিরোধ্য এবং তার বয়স মাত্র ২২।
কোচ পেপ গার্দিওলা লিওনেল মেসির পর এই প্রথম কোনও একজন ফুটবলার দ্বারা এতোটা প্রভাবিত হয়েছেন, যে তার কথা ভেবেই তিনি পুরো পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন।
হালান্ড একজন খাঁটি গোল শিকারি এবং শারীরিকভাবে তিনি খুবই শক্তিশালী।
ডিফেন্ডারদের ভেদ করে তিনি চলে যেতে পারেন খুব সহজেই। ছয় ফুট তিন ইঞ্চি উচ্চতার হালান্ড হেডে খুব ভালো এবং তিনি দুই পা দিয়েই জোরালো শট নিতে পারেন। শুরুর কিছুদিন হালান্ডের মানিয়ে নেয়ার সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কেউ কেউ।
কিন্তু সেসব এখন অতীত।
হালান্ড জার্মান ফুটবল মাতিয়ে এখন ইংল্যান্ডের লিগে সর্বকালের সেরা হওয়ার পথে আছেন।
সিটির জন্য প্রতিশোধের মঞ্চ?
ম্যানচেস্টার সিটির চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা নেই, এটাই এই ক্লাবটির একমাত্র অপূর্ণতা।
গত এক দশকে ইংল্যান্ডের সফলতম এই দলটি আরও একবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে খেলার দ্বারপ্রান্তে, আরও একবার সামনে গতবারেরই প্রতিপক্ষ রেয়াল মাদ্রিদ।
রেয়াল মাদ্রিদ দ্বিতীয় লেগের ৯৫তম মিনিটে গিয়ে কারিম বেনজেমার গোলে জয় নিশ্চিত করে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিল।
পেপ গার্দিওলা এসব ভুলে যেতে চাইছেন।
তিনি মনে করেন, প্রতিশোধ কোনও বিষয় নয়, এটা একটা সুযোগ, ফাইনালে যাওয়ার।
পেপ বলেন, যদি আগের কথা ভাবি সেটা বড় ভুল হবে।
আমাদের উচিত গত বছর থেকে শিক্ষা নেয়া। এমন একটা ফলাফল প্রয়োজন যাতে আমরা ম্যানচেস্টারে জয় আশা করতে পারি। পেপ গার্দিওলা ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে সমাদৃত ও প্রশংসিত কোচদের একজন। কিন্তু তিনি এখনও বার্সেলোনা বাদে কোনও দল নিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে পারেননি।
এটা নিয়ে হরহামেশাই কথা হয়, প্রশ্ন ওঠে, এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আরও একটি সুযোগ তিনি পেয়েছেন। এবার তিনি অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। ২০২১ সালের ফাইনালে চেলসির কাছে হারা সিটির কোচ গার্দিওলা বলেন, আমরা জিতবোই একদিন। ফাইনালে খেলবো এবং জিতবো। এবারের একটা বড় পার্থক্যের কথা তিনি উল্লেখ করেন, এই মৌসুমে দ্বিতীয় লেগ হতে যাচ্ছে ম্যানচেস্টারে।
চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলেই রেয়াল মাদ্রিদ যেন আরও প্রানবন্ত ও ক্ষুরধার হয়ে ওঠে।
গত নয় বছরে পাঁচবার ইউরোপ সেরার শিরোপা জিতেছে দলটি।
এই সময়ে মাত্র তিনবার স্প্যানিশ লিগ জিতেছে। এবারও স্প্যানিশ লিগে রেয়াল মাদ্রিদ হিসেবের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং বার্সেলোনার শিরোপা অনেকটাই নিশ্চিত।
রেয়াল মাদ্রিদের আরও একটা শক্তির জায়গা ইংলিশ ক্লাবগুলোর বিপক্ষে দলটির সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা।
ইংল্যান্ডের ক্লাবগুলোর বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ছয় দেখায় পাঁচবারই জয় পেয়েছে রেয়াল মাদ্রিদ। রুনি বলছেন, মাদ্রিদ উড়ে যাবে
ইংল্যান্ডের সাবেক ফুটবলার ওয়েইন রুনি মনে করেন, মাদ্রিদ সিটির বিপক্ষে শুধু হারবেই না, উড়ে যাবে বলা যায়। এই কথার বিপরীতে মাদ্রিদের মিডফিল্ডার টনি ক্রুস হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন। জার্মান ফুটবলার ক্রুস বলেন, এসব তো গত বছরও শুনেছি তাই না। আমার এখনও মনে আছে গত বছরের আলোচনা। রুনিকে আমি পছন্দ করি, কিন্তু তার কথা আমাদের প্রভাবিত করবে না। রুনি ম্যানচেস্টার সিটির প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে খেলেই জনপ্রিয় হয়েছেন। এই শনিবার রাতেই ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড রদ্রিগো দুই গোল করে রেয়াল মাদ্রিদকে কোপা দেল রে শিরোপা জেতালেন।
রদ্রিগো তিনটি আলাদা পজিশনে খেলতে পারেন একই সাথে।
ভিনিশিয়াস জুনিয়র ও রদ্রিগোই এখন মাদ্রিদের আক্রমণভাগের প্রাণ।
রদ্রিগো যখন মাদ্রিদের সাথে চুক্তি করেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৭, তার এক বছর পরে তিনি মাদ্রিদের হয়ে খেলার সুযোগ পান।
ধীরে ধীরে রদ্রিগো দলে জায়গা নিয়মিত করেন এবং এখন কোচ তার ওপর ভরসা করেন।
রদ্রিগো কোপা দেল রে জয়ের পরে বলেন, আমি এখন নিয়মিত খেলি, স্বভাবতই আমি এখন বেশি গোল ও এসিস্ট করতে পারবো।
চেলসির বিপক্ষে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে দুই গোল করে রেয়াল মাদ্রিদকে সেমিফাইনালে তুলেছেন রদ্রিগো। রদ্রিগোও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে ভালোবাসেন, তিনি প্রতি ৭৪ মিনিটে একটি গোলের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন।

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে যেসব কারণে সতর্ক তামিম ইকবাল

ঢাকা ঃ মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ডের মধ্যকার ওয়ানডে সিরিজ। যদি এশিয়া কাপ শেষ পর্যন্ত না হয় তাহলে এটাই হতে যাচ্ছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশের শেষ ওয়ানডে সিরিজ।
বাংলাদেশ সময় বিকেল তিনটায় যুক্তরাজ্যের চেমসফোর্ডে মাঠে নামবে দুই দল।
এই সিরিজের আগে এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি অনুশীলনে মাঠে নামতে পারেনি বাংলাদেশ দল।
একে তো বৈরী আবহাওয়া, তার ওপর আয়ারল্যান্ড দল খেলবে তাদের পরিচিত ইংলিশ কাউন্টি কন্ডিশনে।
তাই বাংলাদেশের সামনে বেশ কটি অজানা প্রশ্ন রয়েছে যার উত্তর এখন মাঠেই খুঁজতে হবে।
আয়ারল্যান্ডের একটি দলের বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টির কারণে একটি বলও মাঠে গড়ায়নি সে ম্যাচের।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মাঠে নামার আগে প্রস্তুতির অভাব রয়েছে বলে স্বীকার করছেন বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল।
ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, এসব ব্যাপার আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। সেরা প্রস্তুতিটা আমরা নিতে পারিনি। তবে যতটুকুই সুযোগ পেয়েছি আমরা তৈরি হয়ে থাকার চেষ্টা করেছি।
তামিম ইকবাল মানসিক প্রস্তুতির ব্যাপারে জোর দিয়েছেন।
আয়ারল্যান্ডের ক্রিকেট কাঠামোতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট বা চারদিনের ক্রিকেট খুব একটা গুরুত্ব পায়না। তবুও যুক্তরাজ্যের ক্রিকেটে আয়ারল্যান্ডের ক্রিকেটারদের কদর আছে।
ইংলিশ কাউন্টি দলগুলোতে নিয়মিত খেলেন আইরিশ ক্রিকেটাররা।
ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইয়ন মরগানও একসময় আয়ারল্যান্ডের হয়ে ক্রিকেট খেলেই পাড়ি জমিয়েছেন ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ডে।
তাই পরিচিত কন্ডিশনে আয়ারল্যান্ডকে শক্ত প্রতিপক্ষ বিবেচনা করা হয়ে থাকে।
উইকেটের আচরণ ও সুইং বোলিংয়ের অভিজ্ঞতা আয়ারল্যান্ডকে একটা কৌশলী দল হিসেবে পরিচিতি দেয়।
তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এসেক্সের চেমসফোর্ড মাঠের উইকেট এখনও দেখতে পারেনি তবে ম্যাচের আগের দিন বা ম্যাচের আগের কিছু সময় খানিকটা প্রস্তুতি নিতে পারবেন তামিম সাকিবরা।
তামিম ইকবাল বলেন, এখন এমন কিছু বিষয় হয়ে গেছে যেগুলো ক্রিকেটারদের নিয়ন্ত্রণে নেই। ওখানে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা চলছে। গতকাল ইনডোরেই অনুশীলন করেছে দলটি।
সাকিব আল হাসান দলের সাথে যোগ দিয়েছেন এবং অনুশীলন করেছেন।
তামিম ইকবাল উইকেট না দেখলেও আগের খেলার ভিডিও দেখছেন বলে জানিয়েছেন গণমাধ্যমে।
তিনি বলেন, কোন কম্বিনেশন নিয়ে আমরা খেলবো তা বলা যাবে উইকেট দেখার পরে।
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ওয়ানডে দলটি ছোট ছোট কিছু পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে গেছে।
যেমন তাসকিন আহমেদ চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে গেছেন, এখন ইবাদত হোসেন, হাসান মাহমুদ, মুস্তাফিজুর রহমান ও এখনও অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ফাস্ট বোলিং আক্রমণে আছেন।
নাসুম আহমেদের বদলে ওয়ানডে দলে সুযোগ পেয়েছেন তাইজুল ইসলাম, তিনি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ থেকেই একাদশে থাকছেন।
মেহেদী হাসান মিরাজ ও সাকিব আল হাসানের কারণে বাংলাদেশ স্পিন ও পেস বোলিংয়ে একজন বা দুজন ক্রিকেটার নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারে মাঝেমধ্যে, যেহেতু পুরোদস্তুর দুজন অলরাউন্ডার আছেন।
তবে বিশ্বকাপের বছরে খুব বেশি পরীক্ষা করতে নারাজ তামিম ইকবাল।
তিনি মনে করেন, একটা সময় পরে আর পরীক্ষা করা যাবে না।
দুই দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ
মূলত এশিয়া কাপের স্কোয়াডকেই বিশ্বকাপের স্কোয়াড হিসেবে ধরে রাখছেন তামিম ইকবাল। তবে এশিয়া কাপ শেষ পর্যন্ত হবে কি না সেটাই নিশ্চিত নয়।
তাই আয়ারল্যান্ড সিরিজের দিকে নজর থাকবে টিম ম্যানেজমেন্ট ও নির্বাচকদের।
যদিও আয়ারল্যান্ড সিরিজ দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে বিশ্লেষকদের।
একে তো বিশ্বকাপ হবে ভারতের মাটিতে, দ্বিতীয়ত আয়ারল্যান্ড র‍্যাংকিংয়ের ১১তম দল।
তাদের বিপক্ষে বাংলাদেশ ঘরের মাটিতে মাস দুয়েক আগে তিন ফরম্যাটেই সিরিজ জিতেছে।
২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপের জন্য চলমান সুপার লিগে বাংলাদেশের অবস্থান চার নম্বরে এবং বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ।
আয়ারল্যান্ড আছে ১১ নম্বরে, এই সিরিজে যদি বাংলাদেশকে আয়ারল্যান্ড ৩-০ ব্যবধানে হারাতে পারে তবে দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে সমান পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে উঠে আসবে দলটি।
মোট জয়ের দিক থেকেও দক্ষিণ আফ্রিকার সমান হবে আয়ারল্যান্ড। সেক্ষেত্রে দেখা হবে নেট রান রেট, যদি তিন ম্যাচে জয় পেয়ে যায় সেখানেও একটা সংখ্যাগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে।
অর্থাৎ সরাসরি ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলার একটা সুযোগ রয়েছে আয়ারল্যান্ডের।

সৌদি আরবে চুক্তি হওয়ার কথা অস্বীকার মেসির ঘনিষ্ঠজনদের

রিয়াদ ঃ বার্তা সংস্থা এএফপির সংবাদ থেকে জানা গেছে, আগামী মৌসুমে সৌদি আরবে খেলার জন্য চুক্তি করে ফেলেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসি। ফরাসি পত্রিকা লে'কিপও এএফপির সংবাদটি প্রকাশের পর জানিয়েছে, সৌদি আরবের ক্লাবের সঙ্গে মেসি চুক্তির ব্যাপারে মৌখিক ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। তবে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্তের দাবি, মেসির ঘনিষ্ঠজনেরা এ ধরনের কোনো চুক্তি বা মৌখিক চুক্তির কথা অস্বীকার করেছেন। আর্জেন্টিনার তারকা লিওনেল মেসি আগামী মৌসুমে 'বিশাল অঙ্কের চুক্তি'তে সৌদি আরবের একটি ক্লাবে খেলবেন। এই চুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত এক সূত্রের বরাত দিয়ে খবরটি জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এএফপি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, মেসির সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে। আর্জেন্টাইন অধিনায়ক আগামী মৌসুমে সৌদি আরবে খেলবেন। সেই সূত্র সৌদি আরবের কোনো ক্লাবের নামই প্রকাশ করেনি। তবে গত মাসেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছিল, সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল মেসিকে কিনতে বার্ষিক ৪০ কোটি ইউরো দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। সংবাদটি নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে টুইট করে জানিয়েছিলেন ফুটবল তারকাদের দলবদলসংক্রান্ত খবরের জন্য বিশেষ নির্ভরযোগ্য ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো। এই রোমানোই আজ এএফপির সংবাদ প্রকাশের পর টুইটে দাবি করেছেন, 'মেসির পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। মৌসুমের শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আল হিলাল গত এপ্রিলেই প্রস্তাব দিয়েছে। বার্সেলোনা মেসিকে দলে নেওয়ার জন্য আর্থিক সংগতি নীতি মেনে উপায় খুঁজছে।' ফরাসি পত্রিকা লে'কিপ সৌদি ক্লাবের সঙ্গে চুক্তির ব্যাপারে মেসির মৌখিক সম্মতির কথা জানালেও পরে সংবাদমাধ্যমটি দাবি করেছে, মেসি পিএসজি ছাড়বেন কি না, ছাড়লে কোথায় যাবেন, আদৌ সৌদি আরবে যাবেন কি না, সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মৌসুম শেষে। পিএসজির সঙ্গে মেসির দুই বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে আগামী ৩০ জুন। লে'কিপ আরও দাবি করেছে, মেসি এখনো বার্সেলোনায় ফেরার ব্যাপারটি মাথায় রেখেছেন। আর্জেন্টাইন তারকা আশা করছেন, তাঁর পুরোনো ক্লাব তাঁকে ফেরানোর ব্যাপারে আর্থিক সংগতি নীতি মেনে যেকোনো একটা উপায় খুঁজে বের করবে। আরএমসি স্পোর্টসের সাংবাদিক ফ্যাব্রিস হকিন্স জানিয়েছেন, মেসি নাকি বেতন কমিয়ে হলেও বার্সেলোনায় ফিরতে চান।

ঘূর্ণিঝড় মোখা ঃগতিবিধি ও শক্তি সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে

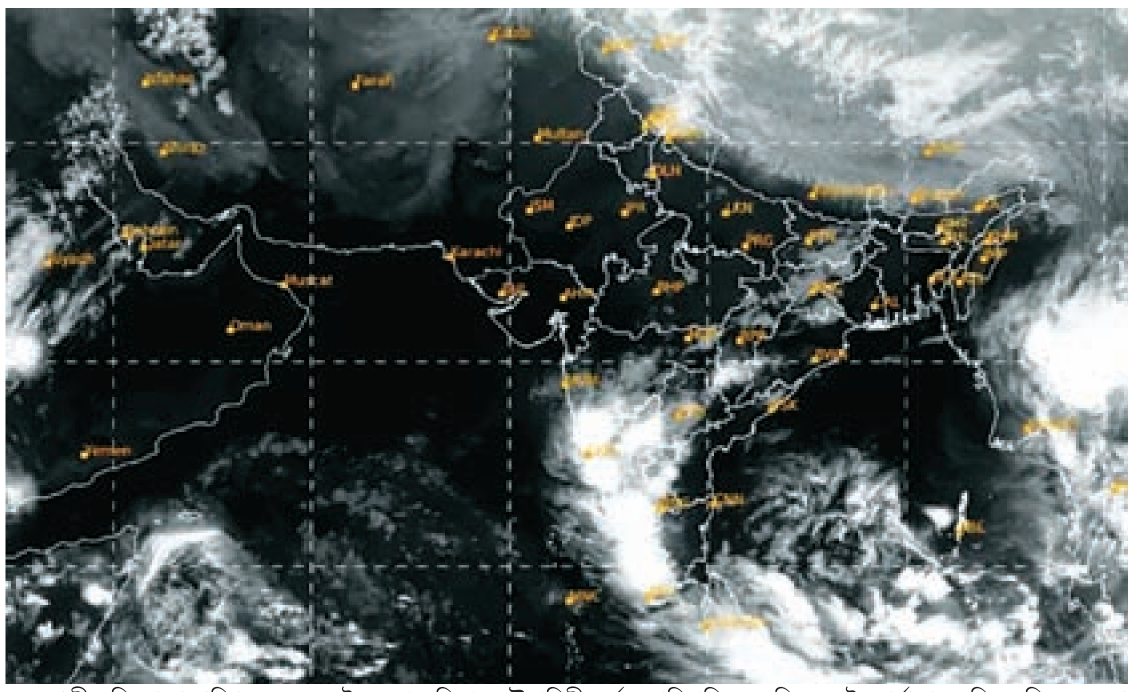

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ আবারও তীব্র তাপপ্রবাহের মুখোমুখি মানুষ। আর এর মধ্যে গত কয়েকদিন ধরে চলছে 'ঘূর্ণিঝড় মোখা' নিয়ে আলোচনা ।

এটা কেমন ঘূর্ণিঝড় হবে? কবে, কোথায় এই ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়বে? ঘণ্টায় এর সর্বোচ্চ গতিবেগ কত হবে? ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা কতটা?' এরকম নানান প্রশ্ন এখন মানুষের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগর এলাকায় লঘুচাপ সৃষ্টি এবং এটি ঘণীভূত হবার সম্ভাবনার তথ্য দিলেও আবহাওয়া অধিদপ্তর ঘূর্ণিঝড়ের কোনও সতর্কবার্তা দেয়নি।

অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মোঃ ওমর ফারুক বলেছেন লঘুচাপটি মঙ্গলবারের মধ্যে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে ও ১১ তারিখের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। কিন্তু এখনও বলা যাচ্ছে না। আরও ডেভেলপমেন্ট দেখে আমরা বলতে পারবো।

অন্যদিকে ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত সতর্কবার্তা দেয়া শুরু করে দিয়েছে।

ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তরের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, লঘুচাপটি শক্তি সঞ্চয় করে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং সেটি উত্তর দিক বরাবর অগ্রসর হয়ে মধ্য বঙ্গোপসাগরের দিকে যাবে। এই গভীর নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে বাংলাদেশ বা মিয়ানমার উপকূলে আঘাত হানতে পারে বলে ধারণা করছে ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তর।

তবে এই ঘূর্ণিঝড়টি কতটা শক্তিশালী হবে বা কতটা শক্তি নিয়ে কোথায় আঘাত হানবে তা নিয়ে এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলছেন না আবহাওয়াবিদরা। মে মাসে তৈরি হওয়া অতীত ঘূর্ণিঝড়গুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ সময়ে ঘূর্ণিঝড় বেশ শক্তিশালী হওয়াটাই স্বাভাবিক।

এটা এখনও অনেক দূরে, দূরের থেকে যে কোনও দিকে টার্ন নিতে পারে। কিন্তু মডেল যেহেতু দেখাচ্ছে বাংলার দিকে অগ্রসর হবে, এদিকে আসার সম্ভাবনাই বেশি, বলেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ ড.সমরেন্দ্র কর্মকার।

বাংলাদেশে যেসব ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে তার বেশ কিছু ছিল মে মাসে। সেসব ঘূর্ণিঝড়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশে আসার সম্ভাবনা আছে।

এই সময়ে ঘূর্ণিঝড় হলে বাতাসের তীব্র গতিবেগ থাকে, আমাদের নজর রাখতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে বলে উল্লেখ করেন ড. কর্মকার।

অন্যদিকে কানাডার সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া ও জলবায়ুবিষয়ক গবেষক মোস্তফা কামাল পলাশ বলছেন, দুটি আবহাওয়া পূর্বাভাস মডেল বিশ্লেষণ করে তিনি দেখেছেন ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানার সম্ভাবনাই বেশি এবং ভোলা থেকে কক্সবাজার জেলার মধ্যবর্তী স্থান নিয়ে উপকূলে আঘাত হানার আশঙ্কা রয়েছে।

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা বলছেন, লঘুচাপটি নিম্নচাপে রূপ নিয়ে এগুতে থাকলে আস্তে আস্তে শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ থাকে। এখন যেই লঘুচাপটি তৈরি হয়েছে তা মঙ্গলবার (৯ই মের) মধ্যে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে ১০ই মে সামুদ্রিক ঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মে মাসের ১১ তারিখে পূর্ণাঙ্গ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, ঘূর্ণিঝড়টি প্রাথমিকভাবে ১১ই মে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে এরপর ধীরে ধীরে দিক পরিবর্তন করে উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে বাংলাদেশ -মিয়ানমার উপকূলের দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন মডেলও নির্দেশ করছে যে ঘূর্ণিঝড়টি ১২ই মে উত্তরপূর্ব দিকে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উপকূলের দিয়ে অগ্রসর হওয়ার আশঙ্কা বেশি।

গবেষক মোস্তফা কামাল পলাশ বলছেন, ১২ তারিখে এটি সর্বোচ্চ শক্তিতে থাকবে এবং আমেরিকান মডেল অনুযায়ী ১৩ তারিখের দিন শেষে বা ১৪ই মে ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন তিনি।

বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের দুটি মৌসুম রয়েছে। একটি বর্ষার আগে অর্থাৎ এপ্রিলের শেষ থেকে মে মাসে এবং আরেকটি বর্ষার পড়ে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে।

সমরেন্দ্র সরকার বলছেন - এই দুইটা সময়ে সি সার্ফেসের তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকে। বায়ুমণ্ডলের বিন্যাস এই সময়ে ফেভারেবল থাকে । সূর্য যখন এক গোলার্ধ থেকে যখন আরেক গোলার্ধে যায় তখন এই সময়টায় বঙ্গোপসাগরের ওপরে থাকে। ফলে বঙ্গোপসাগর অতি উত্তপ্ত হয়ে যায়।

এ কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠে যে জলটা আছে সেটা সুপ্ত তাপ নিয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে । এটা বায়ুমণ্ডলে যত প্রবেশ করবে ঘূর্ণিঝড় তত শক্তিশালী হয় এবং এ কারণে এই সময়ে ঘূর্ণিঝড় বেশি শক্তিশালী হয় বলে উল্লেখ করেন মি. কর্মকার।

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ বছর মার্চ ও এপ্রিল মাসে মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপাসগরে কোনও নিম্নচাপ লঘুচাপ বা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়নি। চলতি বছরে সর্বপ্রথম এই ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। সেকারণে পুরো মৌসুমটায় সূর্য থেকে আগত রশ্মি পুরোটাই বঙ্গোপসাগরের জল উত্তপ্ত করেছে , ফলে প্রচুর শক্তি সঞ্চিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরের জলেতে।

আমেরিকার নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত জয়েন্ট টাইফুন ওয়ার্নিং সেন্টার থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে মোস্তফা কামাল পলাশ জানাচ্ছেন, এখন যেই স্থানে লঘুচাপটি অবস্থান করছে সেখানকার জলের তাপমাত্রা এখন ৩১ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

গত কয়েক বছর ধরে যেই কয়েকটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে এই ঘূর্ণিঝড়টি সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রার জলের মধ্যে। এবং এখন বঙ্গোপসাগরের সমদ্রের জলের তাপমাত্রার যে মানচিত্র দেখা যাচ্ছে তাতে বুঝা যাচ্ছে, যত উত্তর দিকে ঘূর্ণিঝড়টি অগ্রসর হবে তত বেশি এটি উত্তপ্ত জলের সংস্পর্শে আসবে ।

এছাড়া ঘূর্ণিঝড়টি শক্তি ধরে রাখার জন্য যে তিনটি প্রধান শর্ত প্রয়োজন তার তিনটিই আছে এবারের ঘূর্ণিঝড়ে। সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রির উপরে এবং সমুদ্রে সঞ্চিত শক্তিযথেষ্ট পরিমাণে আছে , ফলে ঘূর্ণিঝড়টি আকারে বড় হবে বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়টি উপকূলে আঘাত করার সময় এটি অত্যন্ত তীব্র ঘূর্ণিঝড় কিংবা তীব্র ঘূর্ণিঝড় হিসাবে উপকূল অতিক্রম করতে পারে। মি পলাশ জানান সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়টি সমুদ্রে থাকা অবস্থায় বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ওঠার আশঙ্কা রয়েছে ১৬০ থেকে ১৯০ কিলোমিটার। এবং উপকূলে আঘাত হানার সময় বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ওঠার আশঙ্কা রয়েছে ১৩০ থেকে ১৭০ কিলোমিটার।

তাঁর মতে, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ভোলা ও নোয়াখালী এই চারটি জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যেতে পারে ঘূর্ণিঝড়টি।

১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়টি হবার আগে সাগর ও আবহাওয়ার যেই পরিস্থিতি ছিল এই বছরেও সেরকম পরিস্থিতি মডেলে দেখা যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন মোস্তফা কামাল পলাশ।

এই সময়টায় উপকূলীয় এলাকার জেলেদের সতর্ক করা জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তাদের মতে, উপকূলীয় এলাকার কোনো জেলে ছোট নৌকা নিয়ে ৯ই মে এর পরে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে গভীর বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে প্রাণ নিয়ে উপকূলে ফেরার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। মি. পলাশ বলছেন প্রত্যেক ঘূর্ণিঝড়ের পরে দেখা যায় ট্রলারডুবির খবর। সামগ্রিকভাবে সকলের জন্য পূর্বাভাস দেয়া হয়।

কিন্তু এই পূর্বাভাস ভিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন মোস্তফা কামাল পলাশ। তিনি বলেন স্টেকহোল্ডারদের জন্য এটা করতে হবে। এখন হাতে মাত্র ৪৫ দিন সময় আছে। উপকূল থেকে কোনও জেলে যদি গভীর সমুদ্রে যায় তাহলে তার যেতে দুদিন আসতে দুদিন লাগে। এখনই যদি আপনি তাদের সতর্ক না করেন তাহলেতো তারা ঝরের মধ্যেই পড়ে যাবে। জেলেদের নিরাপত্তার কথা কই ভাবলাম আমরা?

ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর ইতোমধ্যে আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপের চারপাশে জেলেদের মাছ ধরা ও চলাচল না করার জন্য সতর্কতা জারি করেছে। সেই উদাহরণ টেনে মি. পলাশ বলছেন উপকূলীয় এলাকার মানুষের সম্পদ যেন নষ্ট না হয় সেদিক বিবেচনায় আগে থেকে সরকারের প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। ঘূর্ণিঝড়ের কথা মাথায় রেখে উপকুলীয় এলাকার দুর্বল বাঁধগুলো ঠিক করা উচিত। এখনও কোনও সতর্কতা জারী হয়নি, যে বেড়িবাঁধগুলো দুর্বল সেগুলো এই ৪৫ দিনে ঠিক করা সম্ভব নয়।

ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি কমানো গেলেও কৃষক, চিংড়ি চাষী, লবণ চাষীদের সম্পদ রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সময়ের মধ্যে কতটা নেয়া সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

সমরেন্দ্র কর্মকার বলছেন - কৃষকদের ও অন্য চাষীদের যদি এর মধ্যেই সতর্ক না করা হয় তাহলে কৃষি জমি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবার আশঙ্কা রয়েছে।

সমুদ্রের কোনও স্থানে সাগরে বাতাসের চাপ কমে গেলে সেখানে লঘুচাপ তৈরি হয়। এই প্রবণতা আরও বেড়ে গেলে একসময় নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়।

আবহাওয়াবিদদের মতে, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস সবচেয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠে অবতল আকৃতির অগভীর বা উপসাগরে। মৌসুমি ঘূর্ণিঝড়ের তীব্র বাতাস যখন এরকম জায়গায় সাগরের পানিকে ঠেলতে থাকে, তখন ফানেল বা চোঙার মধ্যে তরল পদার্থ যে আচরণ করে, এখানেও তাই ঘটে। সাগরের ফুঁসে ওঠা পানি চোঙা বরাবর ছুটতে থাকে। আবহাওয়াবিদ ও ওয়েদার আন্ডারগ্রাউন্ডের একজন লেখক বব হেনসনের ভাষ্য অনুযায়ী - 'এরকম ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের টেক্সটবুক উদাহরণ হচ্ছে বঙ্গোপসাগর'।

তবে বঙ্গোপসাগরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় আরও বাড়তি কিছু বৈশিষ্ট্য। যেমন সমুদ্রের উপরিতল বা সারফেসের তাপমাত্রা। এটি পরিস্থিতিকে আরও বিপদজনক করে তোলে বলছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা।

সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের তাপমাত্রা ২৬.৫ বা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি থাকলে ঘূর্ণিঝড়ের পরিবেশ তৈরি হয়।

যদি কোনও নিম্নচাপ ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটার গতিবেগ অর্জন করে, তখন সেটাকে আঞ্চলিক ঝড় বলে মনে করা হয়। কিন্তু সেটি যদি ঘণ্টায় ১১৯ কিলোমিটার (৭৪ মাইল) গতিবেগ অর্জন করে, তখন সেটাকে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় বলা হয়।

যাত্রাপথ কম হলে ঝড়ের শক্তি বাড়ে কিন্তু যাত্রাপথ দীর্ঘ হলে এর শক্তি কিছুটা ক্ষয় হতে পারে। এছাড়া সমুদ্রের উপরিভাগের তাপমাত্রা ঝড়ের শক্তিসঞ্চয়ের অনুকূল না হলে স্থলভাগে পৌঁছানোর আগেই ঝড়ের গতি কমে যেতে পারে।

১৯৯১ সালের ২৯-৩০শে এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড়কে আখ্যা দেয়া হয় 'শতাব্দীর প্রচণ্ডতম ঘূর্ণিঝড়' হিসেবে যাতে ১ লাখ ৩৮ হাজার মানুষ মারা যায় বলে জানা যায়। যদিও বেসরকারি সংগঠনের দাবি অনেক মাছধরার ট্রলার সাগরে ডুবে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন আরও অনেকে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় এক কোটি মানুষ। ১২-২২ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসের প্রবল ঘূর্ণিঝড়টিতে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ২২৫ কিলোমিটার। আবহাওয়া বিভাগের কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী , ২৭ ঘণ্টা আগে পূর্বাভাস দেয়া হলেও ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায়নি। ছয়ঘণ্টা ধরে স্থলভাগে তাণ্ডব চালায় এই ঘূর্ণিঝড়টি।

মিয়ানমারে ফিরে যেতে রোহিঙ্গারা চান ভিটেমাটির অধিকার

ঢাকা ঃ রোহিঙ্গা ক্যাম্পজুড়েই এখন মিয়ানমারে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে এখন সবচেয়ে বেশি আলোচনা চলছে। কিন্তু দুই বারের ব্যর্থতার পরে এবারও প্রত্যাবাসন সফল হবে কিনা, তা নিয়ে রোহিঙ্গাদের মধ্যে রয়েছে শঙ্কা। টেকনাফের নেসার পার্ক এলাকার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আবু শামার বাসাটি আর দশটি ঘরের মতোই বাঁশের বেড়া আর ছাদে মোটা ক্যানভাস কাপড় দিয়ে তৈরি। ১০ ফুট বাই ১০ ফুট সেই ঘরের দরজার সামনে বসে সাথে কথা বলার সময় একটু পর পর আসা বাতাসে ঘরের ছাদ নড়াচড়া করছিল।

এখানে এভাবে থাকতে কষ্ট হয়, বাড়ির কথা মনে পড়ে - বলছিলেন আবু শামা। কিন্তু মিয়ানমারের কর্তৃপক্ষ যেসব কথা বলে তাদের নিয়ে যেতে চাইছে, তাতে তিনি যাবেন না। আঞ্চলিক রোহিঙ্গা ভাষায় আবু শামা বলেন, 'তারা আমাদের নিয়ে ক্যাম্পে রাখবে। সেখানে তারা এই রকম ছোট ছোট ঘর বানিয়েছে। আমাদের নাগরিকত্ব দেবে না, অতিথির মতো একটা কার্ড দেবে। সেখানে গেলে তো আমাদের সেই ক্যাম্পেই আটকে রাখা হবে।

এখানে অন্য দেশে ক্যাম্পে আছি, কিন্তু নিজের দেশে গিয়েও কেন ক্যাম্পে থাকবো? তারা কোনদিন আমাদের ঘরবাড়িতে যেতে দেবে, সেই বিশ্বাস হয় না।'

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পরিবেশ দেখাতে বাংলাদেশ থেকে যে বিশ জনকে গত শুক্রবার মিয়ানমারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন আবু শামাও।

সেখানে পরিবেশ ঘুরে দেখে তার কাছে স্বস্তিকর মনে হয়নি। কারণ তার মনে হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে নিয়ে গিয়ে তাদের আবার আটকে রাখার একটা পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

মিয়ানমারের কর্তৃপক্ষ পর্যায়ক্রমে জমিজমা, নাগরিকত্ব দেয়ার যেসব কথা বলছে, তাতেও তিনি কোন ভরসা পাচ্ছেন না।

এমনকি তাকে নিজের ফেলে আসা গ্রামেও যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি। দূর থেকে তিনি শুধুমাত্র দেখতে পেয়েছেন যে একসময় যেখানে তার গ্রাম ছিল, সেই কাউয়ার বিল এখন ফাঁকা মাঠ - ঘাসজঙ্গল গজিয়ে গিয়েছে।

একই রকম বক্তব্য মিয়ানমার ঘুরে আসা আরেকজন রহিমা বেগমেরও।

মাত্র ৩৫ বছর বয়সেই ১১ সন্তানের মাহওয়া রহিমা বেগম বলছেন, ''তারা যদি আমাদের নিয়ে ক্যাম্পেই রাখে, তাহলে তো আমরা এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে গিয়ে পড়লাম। এখানে তাও তো ভালো, কেউ ভয়ভীতি দেখায় না।''

আমাদের থাকার জন্য কিছু জায়গায় ক্যাম্পের মতো করে শেড তৈরি করা হয়েছে। একটা রুম আর একটা টয়লেট। তারা যদি আমাদের সত্যিই নিয়ে যেতে চায়, তাহলে আমাদের গ্রামেই আমাদের থাকার সুযোগ করে দিক। আমাদের মেহমান করে না নিয়ে নাগরিকত্ব দিয়ে দিক।''

তিনি বলছেন, যেভাবে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেটা থাকার মতো না। তার কাছ থেকে যারাই শুনেছেন, তারাও এভাবে যেতে রাজি না।

তিনি বলছেন, ২০১২ সালে মিয়ানমারের ভেতরে কিছু রোহিঙ্গাকে সেখানকার ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে আজও তারা সেখানেই রয়েছে। আমরা গেলে যদি আমাদের এভাবে রেখে দেয়, তখন কী হবে? কুতুপালং, উখিয়া, টেকনাফের ক্যাম্পগুলোয় এই তথ্যটি বেশ ছড়িয়ে পড়ছে।

আমার যাদের সাথেই কথা হয়েছে, তাদের বেশিরভাগই বলছেন, মিয়ানমারের ভেতরের রোহিঙ্গাদের তারা ক্যাম্পের মতো করে আটকে রাখছে, তাদের যদি সেভাবে আটকে রাখে, তখন তারা কী করবে, সেই দুশ্চিন্তা তাদের রয়েছে।

টেকনাফ এবং উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোয় দেখেছি, এখানে-ওখানে আড্ডা বা চায়ের দোকানে এই প্রত্যাবাসনের বিষয়টি নিয়েই কথা বলছিলেন সবাই।

এদের কেউ কেউ যেমন মিয়ানমারের এই প্রচেষ্টাকে লোকদেখানো আরেকটা প্রতারণা বলে বর্ণনা করছেন, আবার কেউ কেউ ফিরে যাওয়ার কথাও ভাবছেন। ক্যাম্পের একটি অংশে গোল হয়ে বসে এই নিয়েই কথা বলছিলেন কয়েকজন। প্রত্যাবাসনের পরিকল্পনা জানিয়ে মিয়ানমারের কর্তৃপক্ষ যে পুস্তিকা দিয়েছে, সেটা পড়ে শোনাচ্ছিলেন ক্যাম্পের হেড মাঝি মোঃ মামুনুর। প্রত্যাবাসন নিয়ে ক্যাম্পের লোকজনের মনোভাব প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, ''আমাদের মধ্যে মিয়ানমারে যাওয়া নিয়ে নানারকম মত আছে। যারা অনেকদিন ধরে এই দেশে আছে, নানারকম সুযোগসুবিধা পাচ্ছে, তারা যেতে চায় না। আবার অনেকেই আছে, যারা এইরকম ক্যাম্পে সারাজীবন কাটানোর চেয়ে নিজের দেশে ফিরে গিয়ে কিছু একটা করতে চায়।''

তিনি বলছিলেন, সবাই এখন অপেক্ষা করছে, মিয়ানমারে প্রথম দলটি গিয়ে কেমন অভ্যর্থনা পায়, সেটি দেখার জন্য। 'তাদের সাথে যদি ওরা ভালো ব্যবহার করে, তারা যদি নিরাপদে থাকে, তাহলে এখান থেকে অনেকেই ফিরে যাবে,'' তিনি বলছেন। এরকমই একজন হোসেইন। ২০১৭ সালের অগাস্ট মাসে খুইন্নাপাড়ায় যখন

রহিমা বেগমের ছয় সন্তান মারা গেছে। জীবিতদের মধ্যে এক মেয়ে এখনো মিয়ানমারে রয়েছে, বাকি চারজন তার সঙ্গেই থাকে। এদের সবাইকে নিয়ে তিনি ক্যাম্পের একটি কক্ষে থাকেন। এই ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তিনি মিয়ানমারে যেতে চান। কিন্তু সেজন্য তার রয়েছে আলাদা দাবি।

'আমাকে আমার বাড়িতে যেতে দিক। আমাকে কোন রেশন, কোন টাকাপয়সা দেয়া লাগবে না। আমাদের ঘরবাড়িও আমরাই তৈরি করে নেবো। খালি আমাদের সেই গ্রামে গিয়ে নিরাপদে বসবাসের সুযোগ দিক আর নাগরিকত্ব দিক, তাইলেই হবে,' - বলছেন রহিমা খাতুন।

মিয়ানমারের মংডু টাউনশিপের ফ্র্যাংকপুরে তার একটি ছোট ভিটেবাড়ি ছিল, বাড়িতে গাছপালা, গরুছাগল ছিল। কিন্তু এখন সেখানে আর কোন ঘরবাড়ি নেই। পুরো জায়গাটি জঙ্গলের মতো হয়ে রয়েছে বলে তিনি দেখতে পেয়েছেন।

বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোর বিশ জন বাসিন্দা আর সাতজন সরকারি কর্মকর্তার একটি প্রতিনিধি দলকে গত পাঁচই মে মিয়ানমারে নিয়ে গিয়েছিল সেদেশের কর্তৃপক্ষ। চীনের মধ্যস্থতায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের যে আলোচনা চলছে, সেই প্রত্যাবাসনের পরিবেশ দেখাতে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মংডু শহর থেকে সাত কিলোমিটার দূরে অনেকটা বাংলাদেশের গুচ্ছগ্রামের আদলে মডেল ভিলেজ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে চার হাজার রোহিঙ্গা থাকতে পারবে, এমন ১৫টি মডেল ভিলেজ তৈরি করা হচ্ছে।

এর মধ্যেই এরকম দুটি গ্রাম তৈরি করা হয়েছে, যা প্রতিনিধি দলকে দেখানো হয়।

মিয়ানমারের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রথমে তাদের ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন সার্টিফিকেট (এনভিসি) দেয়া হবে। পরবর্তীতে নাগরিকত্ব দেয়া হবে। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ সন্তুষ্ট করতে পারেনি রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদলকে। ওই প্রতিনিধি দলের একাধিক সদস্যের সঙ্গে কথা হয়েছে ।

তাদের সবার বক্তব্যে একটি মিল পাওয়া গেছে, সেটি হলো, তারা নাগরিকত্ব পাওয়ার নিশ্চয়তা ছাড়া মিয়ানমারে যেতে চান না।

শুরুতে ক্যাম্পে কিছুদিন রাখার যে পরিকল্পনা জানিয়েছে মিয়ানমারের কর্তৃপক্ষ, তাতেও তাদের আপত্তি রয়েছে। তাদের দাবি, যাদের ফেরত নেয়া হবে, তাদের নিজ নিজ গ্রামেই থাকার সুযোগ দেয়া হোক।

মোহাম্মদ সলিম বলছেন, 'আমাদের গ্রামগুলোয় সেনাবাহিনী ও পুলিশের ব্যারাক, ফাঁড়ি ও চৌকি তৈরি করা হয়েছে। আর মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী হামলা করে মানুষজনকে হত্যা করতে শুরু করেছিল, বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছিল, সেই সময় তিনি টানা পাঁচদিন হেটে বাংলাদেশে এসে পৌঁছান। তার কানের পাশ দিয়ে গুলি চলে গিয়েছিল। তারপরেও তিনি মিয়ানমারে ফিরে যেতে চান। 'এখানে থেকে কি করবো? কতদিন এভাবে ক্যাম্পে পড়ে থাকবো? কাজ নেই, পরিচয় নাই, কোথাও যেতে পারি না। আমার ছেলে-মেয়েগুলো বড় হচ্ছে, ওদের ভবিষ্যৎ কি হবে? ওই খানে গেলে তাও নিজের দেশ, একটা পরিচয় হবে। কিছু একটা করে খেতে পারবো,'' বলছিলেন হোসাইন।

তিনি এর মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, নাগরিকত্ব না দিলেও শুধু বসবাসের সুযোগ দিলেই তিনি মিয়ানমারে ফিরে যাবেন। এখন প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত কী হয়, সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোয় ঘুরে এরকম অনেক পক্ষ বিপক্ষের মতামত পাওয়া গেল। কেউ কেউ নাগরিকত্ব, ভিটেমাটির অধিকার ছাড়া যেতে চান না, আবার কেউ কেউ কিছুটা নিশ্চয়তা পেলেই মিয়ানমারে ফিরে যেতে আগ্রহী।

সত্তর বছরের জুলেহা পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে ছয় বছর আগে পালিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি বলছেন, ''আমি এখানে একদিনও থাকতে চাই না। কি হবে এই দেশে থেকে। মরণের আগে অন্তত দেশের ভিটায় মরতে চাই। কিন্তু ওরা কি সেই সুযোগ দেবে? সবাই যদি যায়, আমি দেশে ফিরে যাবো।''

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
10:05:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে ওবায়দুল কাদেরের কথায় বিএনপির 'বিশ্বাস' নেই

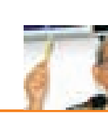

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ নির্বাচনে অংশ নিলে নির্বাচনকালীন সরকারে বিএনপিকে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করার যে কথা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দিয়েছেন, তাতে বিএনপির কোন 'বিশ্বাস' নেই। মঙ্গলবার দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পরিষ্কারভাবেই বলেছেন, আওয়ামী লীগ সাধারন সম্পাদক ওবায়দুল কাদের যে কথা বলেছেন, সেটি 'জনগণকে বিভ্রান্ত' করার চেষ্টা। এর আগে রবিবার সেতু কর্তৃপক্ষের সভা শেষে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি আগামী নির্বাচনে আসার ঘোষণা দিলে তাদেরকে নির্বাচনকালীন সরকারে রাখার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে আওয়ামী লীগ। মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংলাপে বসেছিল বিএনপি। তার অভিযোগ, সেই সংলাপে বিএনপিকে যেসব কথা দেয়া হয়েছিল সেগুলোর একটিও রক্ষা করা হয়নি। আর এ কারণেই বর্তমানে ওবায়দুল কাদেরের কথায়ও তারা বিশ্বাস করেন না। ওবায়দুল কাদেরের কথায় আস্থা রাখা, বিশ্বাস করার এটার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধকে পুতিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন

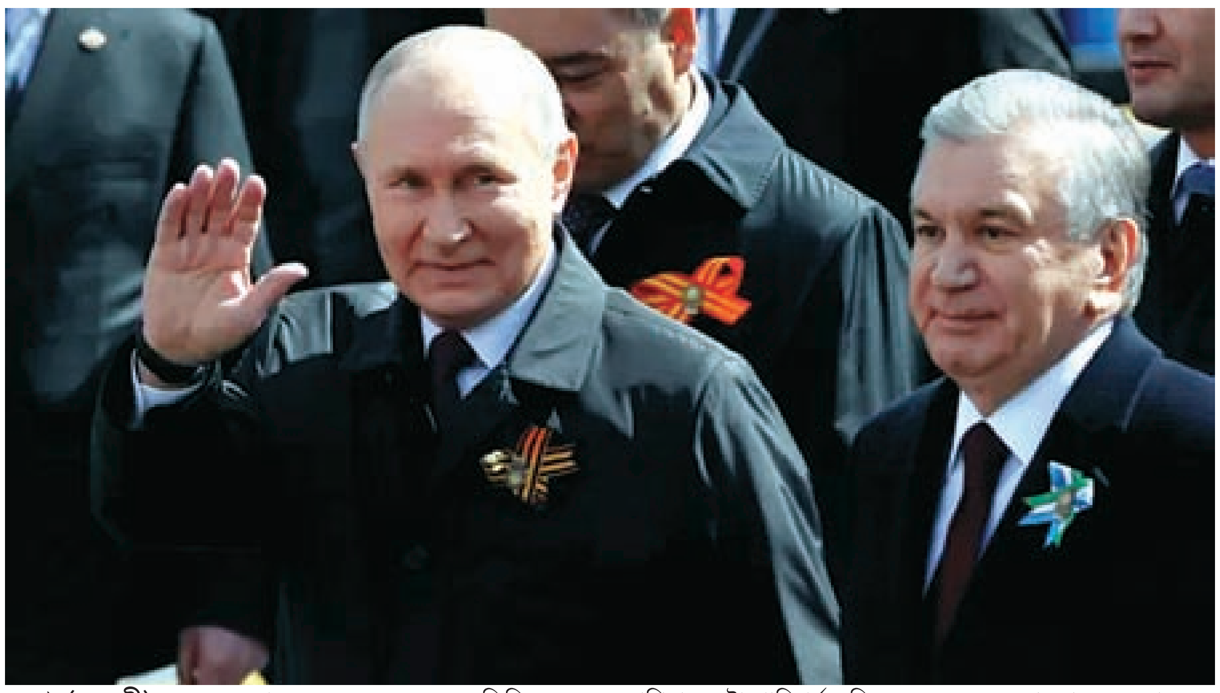

মস্কো (এজেন্সী) ঃ মস্কোয় বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজে মি. পুতিন বলেন রাশিয়া একটা শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যত চায় এবং ঘৃণা ও রাশিয়াভীতির বীজ বপনের জন্য তিনি পশ্চিমা দেশগুলোকে দায়ী করেন।

প্রেসিডেন্ট পুতিন ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎিস জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের লড়াইয়ের সমতুল্য বলে উল্লেখ করেছেন।

মস্কোর রেড স্কোয়ারে বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজের সময় পশ্চিমাবিরোধী এক ভাষণে মি. পুতিন রাশিয়াকে এমন এক যুদ্ধের শিকার হিসাবে তুলে ধরেন যে যুদ্ধ, তিনি বলেন রাশিয়ার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। যদিও ইউক্রেন আক্রমণের নির্দেশ মি. পুতিনই দিয়েছেন।

ভ্লাদিমির পুতিন বিজয় দিবসের ভাষণে আরও বলেন যে বিশ্ব ইতিহাসে মোড় ঘোরানোর এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রকৃত যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

তিনি দাবি করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত যেমন নাৎিসবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, এখন সেভাবেই রাশিয়া তার সার্বভৌমত্ব রক্ষায় লড়াই চালাচ্ছে।

মি. পুতিন তার ভাষণে বলেন, রাশিয়া একটা শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যত চায় এবং ঘৃণা ও রাশিয়াভীতির বীজ বপনের জন্য তিনি পশ্চিমা দেশগুলোকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, পশ্চিমা বিশ্ব এমনকী পারিবারিক মূল্যবোধও ধ্বংস করে দিচ্ছে।

মস্কোয় বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ এবছর আগের তুলনায় কিছুটা ম্লান হলেও বেলারুস এবং মধ্য এশিয়ার কিছু দেশসহ সাবেক সোভিয়েত দেশগুলোর কিছু নেতা তাতে যোগ দেন।

বিবিসির রাশিয়া বিষয়ক সম্পাদক জানাচ্ছেন, এবারের কুচকাওয়াজে অংশ নেয়া সৈন্যের সংখ্যা ছিল কম। গত বছর কুচকাওয়াজে অংশ নেয় ১১ হাজার সৈন্য, এবার সেই সংখ্যা ছিল ৮ হাজার। ট্যাংকসহ আধুনিক সামরিক সরঞ্জামাদিও প্রদর্শিত হয়েছে তুলনামূলকভাবে কম এবং ফ্লাইপাস্ট বা বিমান বাহিনীর প্রদর্শনও ছিল অনুপস্থিত।

ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে নাশকতামূলক হামলার আশংকায় কিছু কিছু প্রথাগত অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়।

রাশিয়া ৯ই মে বিজয় দিবস পালন করে থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎিসদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের স্মরণে।

মি. পুতিন ইউক্রেনের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে নাৎসীদের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, পশ্চিম ভুলে গেছে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে নাৎসীদের কারা পরাজিত করেছিল।

রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, পূর্ব ইউক্রেনের জনগণকে রক্ষা করা এবং ওই অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাশিয়া নিয়েছে।

তিনি বলেন, রাশিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ ইউক্রেনে চলমান 'বিশেষ রুশ সামরিক অভিযানে' অংশ নেয়া সৈন্যদের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ।

রুশ জনগণের উদ্দেশ্যে মি. পুতিন বলেন, আমাদের মাতৃভূমির ভাগ্য নির্ধারণ করে যে যুদ্ধ, তা সবসময়েই একটা জাতীয় লড়াই এবং সবসময়েই তা পবিত্র।

সেই লড়াইয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না - সম্মুখ রণাঙ্গনে যারা লড়ছে তাদের ওপরই নির্ভর করছে রাশিয়ার ভবিষ্যত নিরাপত্তা।

সবাই আপনাদের জন্য প্রার্থনা করছেন, রেড স্কোয়ারে কুচকাওয়াজে অংশ নেয়া সৈন্যদের উদ্দেশ্যে তিনি মন্তব্য করেন।

রুশ প্রেসিডেন্ট তার ভাষণ শেষ করেন এই বলে ঃ মাতৃভূমির প্রতি আমাদের ভালবাসার চেয়ে শক্তিশালী বিশ্বে আর কিছু নেই, ভাষণ শেষে তিনি উচ্চারণ করেন ঃ জয় আমাদের, হুরা!

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান গ্রেফতার

ইসলামাবাদঃ ইসলামাবাদে আদালত চত্বর থেকে ইমরান খানকে গ্রেফতার করেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পিটিআই দলের প্রধান ইমরান খানকে গ্রেফতার করা হয়েছে, জানিয়েছে ইসলামাবাদ পুলিশ।

দেশটির অন্যতম সংবাদমাধ্যম দ্য ডন জানাচ্ছে, ইসলামাবাদের আইজি আকবর নাসির খানের উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলামাবাদ পুলিশ এক বিবৃতি দিয়েছে, যাতে বলা হচ্ছে আল কাদির ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ইমরান খানকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার ইসলামাবাদ হাইকোর্টের সামনে থেকে ইমরান খানকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ প্রধান বিবৃতিতে আরও বলেছেন, ইসলামাবাদের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক' রয়েছে। তবে শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে এবং কেউ আইন লংঘন করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে ইমরান খানকে গ্রেফতারের খবরটি প্রথম নিশ্চিত করেন তার দল পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফের (পিটিআই) আইনজীবী ফয়সাল চৌধুরী। তিনি একটি টুইট বার্তায় জানান, একটি মামলার শুনানিতে আদালতে হাজিরা দিতে আসার পর ইমরান খানকে আটক করা হয়েছে।

এছাড়া সংবাদমাধ্যম ডনকে মি. চৌধুরী জানান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ইমরান খানের গাড়িবহরকে ঘিরে ধরেছিল।

বিভিন্ন খবরে বলা হচ্ছে, ইমরান খান আদালত চত্বরে প্রবেশের কিছুক্ষণ পরেই আধাসামরিক বাহিনী এবং সাঁজোয়া কর্মীদের বহর প্রবেশ করে তাকে আটক করে।

পুলিশের বিবৃতিতে বলা হচ্ছে, একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির ৫০ বিলিয়ন টাকার বৈধতা দেওয়ার বিনিময়ে কয়েক বিলিয়ন টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ইমরান খান এবং তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে। সেই মামলাতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে।

গত বছর এপ্রিলে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত হন ইমরান খান। এরপর থেকে তিনি আগাম নির্বাচনের জন্য প্রচারণা চালাচ্ছিলেন।

ইমরান খানকে গ্রেফতার করা হবে কি হবে না এই নিয়ে গত কয়েক মাস ধরেই নানান আলোচনা চলছিল।

ইমরান খানকে গ্রেফতার করা হবে কি হবে না এ নিয়ে নানা আলোচনা চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই।

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে মিস্টার খানের বিরুদ্ধে ডজনখানেক মামলা দায়ের করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী তার লাহোরের বাসভবনে এর আগে বেশ কয়েকবার তাকে আটক করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাতে বারবার বাধা দিয়েছে ইমরান খানের সমর্থকেরা।

চলতি বছরের মার্চ মাসেও ইমরান খানকে গ্রেফতারে অভিযান চালিয়েছিল দেশটির পুলিশ। পাকিস্তানের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম ডন তখন তাদের খবরে জানায় যে ইমরান খানের দলের এক নেতা এই অভিযান বন্ধ করার জন্যে পিটিশন দায়ের করলে আদালত পুলিশের অভিযান বন্ধের নির্দেশ দেয়।

কিন্তু পাঞ্জাব প্রদেশের তথ্যমন্ত্রী আমির মির বিবিসিকে তখন বলেছিলেন লাহোরের একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট যাতে ঠিক মতো হতে পারে সেজন্য পুলিশ মি. খানকে গ্রেফতারের অভিযান স্থগিত করে। এর আগে ইমরান খান বলেন যে তার বাসভবনে আধাসামরিক বাহিনীর এই অভিযানের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে দেশটির বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দুর্নীতির অভিযোগে মি. খানের বিরুদ্ধে করা এক মামলায় আদালতে উপস্থিত না হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। ওই মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে ক্ষমতায় থাকার সময় রাষ্ট্রীয় উপহার সামগ্রী বেআইনিভাবে বিক্রি করার অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করে মি. খান বলেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে এই মামলা করা হয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে কারণে ইসরায়েলে অনুষ্ঠান বর্জন করেছে

জেরুজালেম ঃ ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থী মন্ত্রী ইটামার বেন গিভির অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করেছেন - এমন তথ্য জানার পর দেশটিতে ইউরোপ দিবস উদযাপনের কূটনীতিক অনুষ্ঠান বাতিল করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। আয়োজকরা বলছেন, তারা এমন কাউকে 'কোন একটি জায়গা' দিতে চান না যার মতাদর্শ তাদের মূল্যবোধের বিপরীত।

ইসরায়েলি সরকারের পদধারী প্রতিনিধি হিসেবে মি. বেন গিভির জোরপূর্বক বলেছিলেন যে মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে তিনি রীতি অনুযায়ী ভাষণ দেবেন।

এমন সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় ইইউ এর বিরুদ্ধে অকূটনৈতিক কণ্ঠরোধ এর অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

এটা বোঝা যাচ্ছে যে, ইসরায়েলি সরকারের মন্ত্রীসভা, কোনো কূটনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে তৈরি করা মন্ত্রীদের তালিকা অনুযায়ী তার পালা আসার কারণেই মি. বেন গিভির এর নাম সুপারিশ করেছে। আর ইইউ এর রাষ্ট্রদূত এই প্রক্রিয়ায় অপ্রত্যাশিতভাবেই পড়ে গেছেন।

ইইউ এবং সংস্থাটির উল্লেখযোগ্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে, কট্টরডানপন্থী মতবাদে বিশ্বাস করেন না এমন একজন মন্ত্রীকে পাঠানোর অনুরোধ করা হলেও মি. বেন গিভির জোরপূর্বকই বলেছেন যে, তিনিই ওই অনুষ্ঠানে যাবেন।

জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক এই মন্ত্রী বলেছিলেন যে, তিনি তার বক্তৃতা ব্যবহার করে জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আহ্বান জানাবেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদেরও বলবেন যে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সৈন্য এবং ইসরায়েলি নাগরিকদের বিরুদ্ধে নেয়া পদক্ষেপে অর্থায়ন করা ইইউ দেশগুলোর জন্য সমীচীন নয়।

বেশ কয়েকজন ইইউ প্রতিনিধি উপস্থিত না হওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন।

ইসরায়েলে নিযুক্ত বেশ কয়েক জন ইইউ রাষ্ট্রদূতের এক বৈঠকের পর কূটনৈতিক অনুষ্ঠান বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইসরায়েলি মিডিয়া তাদের প্রতিবেদনে বলেছে যে, শুধু হাঙ্গেরি এবং পোল্যান্ডের মতো দুটি রক্ষণশীল ও ইসরায়েলপন্থী দেশ এ বিষয়ে ভিন্নমত দিয়েছে।

এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে, ইসরায়েলে নিযুক্ত ইইউ প্রতিনিধি বলেছে যে, তারা বার্ষিক একটি অনুষ্ঠানের মতোই মঙ্গলবার ইউরোপ দিবস উদযাপন করবে।

এতে বলা হয় যে, সাধারণ মানুষের জন্য আগে থেকে নির্ধারিত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তেল আবিবে অনুষ্ঠিত হবে ইসরায়েলের সাথে শক্তিশালী এবং গঠনমূলক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আমাদের বন্ধু এবং অংশীদারদের সাথে উদযাপনের অংশ হিসেবে।

মি. বেন গিভিরের দপ্তর এর প্রতিক্রিয়া ইইউ এর সমালোচনা করে বলেছে যে, এটি লজ্জাজনক যে আন্তর্জাতিক সংস্থা যা গণতন্ত্র এবং বহুসাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করে, তারা অকূটনৈতিকভাবে কণ্ঠরোধ করার চর্চা করে। তিনি যোগ করেন, প্রতিটি ফোরামে ইসরায়েল সরকার, বীর আইডিএফ সেনা এবং ইসরায়েলের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা আমার জন্য সম্মান ও সৌভাগ্যের।

গত বছরের শেষের দিকে ইসরায়েলে তার এ যাবৎকালের সবচেয়ে কট্টরপন্থী সরকারে শপথ নেওয়ার পর থেকে, অনেক ইউরোপীয় দেশের সরকারী প্রতিনিধিরা - যাদের ইসরায়েলের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে তারা মি. বেন গিভির এবং তার আরেক সহযোগী অতি জাতীয়তাবাদী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচের সাথে দেখা করতে অস্বীকার করেছে। ইউরোপ দিবস ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক কূটনৈতিকভাবে বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

স্পর্শকাতর সময়ের কথা উল্লেখ করে, অধিকৃত পশ্চিম তীরের বেথলেহেমের কাছে ইইউ এর অর্থায়নে প্যালেস্টাইনি শিশুদের জন্য নির্মিত প্রাথমিক বিদ্যালয় গুড়িয়ে দেয়ার কঠোর নিন্দা জানিয়েছে ইউরোপিয় ইউনিয়ন।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে যে, ওই অবকাঠামোটি ইসরায়েলের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন পশ্চিম তীরের একটি অংশে নির্মিত হয়েছিল যা অবৈধ এবং অনিরাপদ ছিল। এ কারণেই ইসরায়েলি একটি আদালত সেটি গুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেয়। নিজেদের টুইটার অ্যাকাউন্টে, ফিলিস্তিনিদের জন্য ইইউ প্রতিনিধি দল বলেছে যে, এই পদক্ষেপের কারণে তারা অবাক হয়েছে। এর কারণে ৬০ জনের বেশি শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এমন পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইনের লংঘন।

পশ্চিমতীরে যেসব ভবনকে ইসরায়েল অবৈধ বলে উল্লেখ করে সেগুলোর বিষয়ে ফিলিস্তিনিরা প্রায়ই বলে যে, সেসব জায়গায় ভবন নির্মাণের সরকারী নির্মাণের অনুমতি পাওয়া কার্যত অসম্ভব।